উন্নত জগৎ গঠন করুন
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন
THE INSTITUTION OF ENGINEERS, BANGLADESH
ESTD 1948
বাংলাদেশ
স্থাপিত ১৯৪৮ সাল

ইঞ্জিনিয়ার্স নিউজ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রকাশনা
৫০তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. - মে ২০২৫ খ্রি.
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২৫ খ্রি.

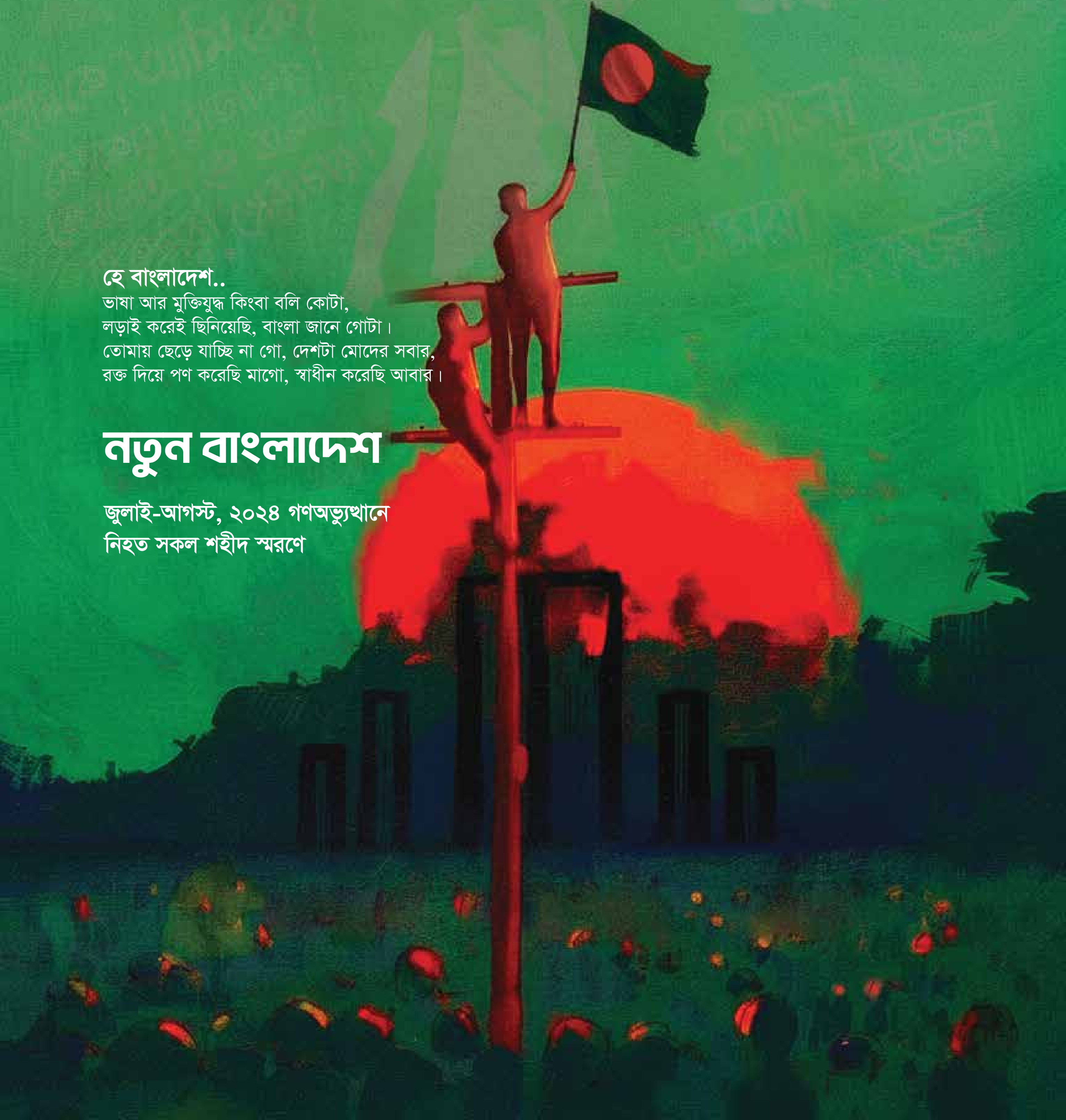

হে বাংলাদেশ..

ভাষা আর মুক্তিযুদ্ধ কিংবা বলি কোটা,
লড়াই করেই ছিনিয়েছি, বাংলা জানে গোটা।
তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি না গো, দেশটা মোদের সবার,
রক্ত দিয়ে পণ করেছি মাগো, স্বাধীন করেছি আবার।

নতুন বাংলাদেশ

জুলাই-আগস্ট, ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানে
নিহত সকল শহীদ স্মরণে

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা
iebnews48@gmail.com ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

সম্মানিত লেখক-পাঠকদের প্রতি

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ

- **চিঠিপত্র, বিশেষ নিবন্ধ/প্রতিবেদন ঃ** জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকৌশল প্রকল্প, প্রযুক্তি বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জাতীয় উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন/ বিশেষ নিবন্ধ।
- **ধারাবাহিক ঃ** স্বনামধন্য লেখকবৃন্দের বিশেষ নিবন্ধ ধারাবাহিক আকারে প্রকাশ।
- **মুক্তমঞ্চ ঃ** প্রকৌশল/ প্রযুক্তিগত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ মতামতধর্মী লেখা; পাঠক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।
- **প্রযুক্তি বিতর্ক ঃ** তেল, গ্যাস, আহরণ, বিতরণ, বিপনন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ত্রিদেশীয় গ্যাস সঞ্চালন লাইন, বিকল্প জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, আঞ্চলিক এনার্জি শেয়ারিং চলমান বিতর্ক জনস্বার্থে গঠনমূলকভাবে উৎসাহিত করা।
- **গ্রীণ টেকনোলজি ঃ** গ্রীণ হ্যাবিট্যাট, গ্রীণ আর্কিটেকচার, পরিবেশ বান্ধব সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ব ঃ** প্রযুক্তি ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে নব্য-আবিষ্কার/ উদ্ভাবনের সচিত্র খবর/ফিচার।
- **উদ্ভাবন ঃ** নবীন-প্রবীণ প্রকৌশলী এবং প্রকৌশলে অধ্যয়নরতদের উদ্ভাবনের সচিত্র খবর।
- **পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঃ** বিষয় ক্ষেত্রে তথ্য, সচিত্র সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ।
- **প্রকৌশল ব্যক্তিত্ব ঃ** নবীন প্রবীণ প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার ও পরিচিতি।
- **সাক্ষাৎকার ঃ** গুরুত্বপূর্ণ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে স্বনামধন্য প্রকৌশল ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার।
- **অতিথি কলাম ঃ** অপ্রকৌশলী মননশীল লেখকদের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মতামত সম্বলিত নিবন্ধ।
- **বিশেষ কার্যক্রম ঃ** জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উদ্যোগে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন।

আইইবি-এর প্রকাশনায় নিয়মিত লিখুন, বিজ্ঞাপন দিন

সম্পাদকীয়

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) দেশের প্রকৌশল পেশাজীবীদের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। উন্নত জগৎ গঠন করুন এই প্রত্যয়কে ধারণ করে ৭৭ বছরের গৌরবময় পথচলা অতিক্রম করেছে আইইবি। প্রকৌশল শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিজ্ঞান প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন, বিশ্বায়নের এ যুগে বিশ্বের নতুন চিন্তা ও জ্ঞানের সঙ্গে দেশীয় প্রযুক্তির সম্পৃক্তি, দেশোপযোগী করে প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার, নানা কারিগরি ইস্যু, অবকাঠামো ও সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দেশের প্রকৌশলী সমাজ সবসময় অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে।

প্রকৌশলী সমাজের এসব কর্মৎপরতার বিষয়গুলো নিয়ে ৫০ বছর ধরে আইইবি প্রকাশ করে আসছে আইইবি'র মুখপত্র 'ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ'। প্রকৌশল বিষয়ক একটি প্রকাশনার ৫০ বছরে পদার্পন এটি নিঃসন্দেহে আমাদের সবার জন্য সুখবর। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির কারণে বর্তমান সংখ্যা (৫০তম বর্ষ ১ম সংখ্যা) ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। সেজন্য আমরা লেখক, পাঠক, শুভার্থীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।

বর্তমান সংখ্যায় জুলাই গণঅভ্যুত্থান নিয়ে একটি সুলিখিত বিশেষ প্রতিবেদন স্থান পেয়েছে। এছাড়া প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলনের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি মুক্ত কলাম এবং একটি বিশেষ নিবন্ধ রয়েছে।

আমাদের দেশের প্রকৌশলীদের জ্ঞান, দক্ষতা কর্মস্পৃহা ও সৃজনমনীষা বিশ্বমানের। একটি উন্নত আধুনিক বৈষম্যমুক্ত সুশাসিত সাম্যের বাংলাদেশ গড়তে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরাপর পেশাজীবীদের চেয়ে আলাদা। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নেপথ্য কারিগর হচ্ছে দেশের প্রকৌশলীগণ। সততা, দক্ষতা, নীতি, নিষ্ঠভাবে সবাই যার যার দায়িত্ব পালন করবেন এটাই আইইবি'র প্রত্যাশা ও মৌল-প্রেরণা।

চলতি সংখ্যায় আইইবি সদর দফতর, কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র ও চ্যাপ্টারসমূহের সংবাদ মে-২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত মুদ্রিত হয়েছে। আশা করি বর্তমান সংখ্যার লেখাগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রিয় পাঠক,
আইইবি তথা প্রকৌশলী সমাজের মুখপত্র ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-এর উন্নয়নে প্রকৌশলী সমাজের মতামত, পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা যে কোনো লেখা ও ছবি সম্পাদকীয় বিভাগের ইমেইলে পাঠাতে পারেন।

পরিশেষে সকলের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করছি।

চিঠিপত্র, মুক্তমঞ্চ ও প্রযুক্তি বিতর্ক বিভাগে প্রকাশিত লেখার মতামত লেখকের।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর : রমনা, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।

[সদস্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/৩০৩০

সম্পাদক
অধ্যা. ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ/৮৯৬০

সম্পাদকীয় সহকারী
প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল, এফ/১৪২১৪

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, এফ/৯৭৯৭
প্রকৌশলী কে. এম. ফারজাদুল ইসলাম, এফ/১৪১৪২
প্রকৌশলী মো. ফারুকুল ইসলাম জনি, এম/৩৫১৫৫
প্রকৌশলী মো. মেসবাহুল ইসলাম বরাত, এম/৪৪৭৭০
প্রকৌশলী ইয়াছিন শারাফাত শিপলু, এম/৪৫২৬২
প্রকৌশলী সাঈদ হাসান, এম/৪৬৯৯০

সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (একা. এন্ড প্রকা.)
মো. জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সহকারী (প্রকাশনা)
শেখ মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ

গ্রাফিক্স
মো. আরাফাত মিয়া

নিউজ ও সম্পাদকীয় যোগাযোগ

ইমেইল ঃ iebnews48@gmail.com
(নিউজ ও সম্পাদকীয় বিভাগ)

সম্পাদকীয় কার্যালয়

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর
রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-৫৫১১০৩২৭, ০২-৫৫১১০৪২১
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৫১১০৩২৮
ই-মেইল : iebnews48@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.iebbd.org

এই সংখ্যায়

ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থান, স্বৈরাচার পতন ও স্বপ্ন
৩৬ জুলাই: নতুন বাংলাদেশ
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

“প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন”- কি এবং কেন?

Unveiling the Path of Graduates in Building Innovative Bangladesh
Engr. M. M. Shahidul Hassan, F/02956

ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থান, স্বৈরাচার পতন ও স্বপ্ন

৩৬ জুলাইঃ নতুন বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ

ভোরে শহরটা যেন একটু ধীরে নিশ্বাস নিল। নির্ঘুম রাতের জানালার পর্দা ভেদ করে সূর্যের আলো যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে, তখনই বোঝা যায়-আজ কোনো সাধারণ দিন নয়। '৩৬ জুলাই'-ইতিহাস গড়ার দিন, দীর্ঘ দমন পীড়নের আয়নাঘর থেকে মুক্ত হবার দিন।

"দফা এক দাবি এক
খুনি হাসিনার পদত্যাগ"

হাসিনার শুরুটা ছিল রক্তাক্ত। বিডিআর এ কর্মরত দেশপ্রেমিক সেনা অফিসারদের হত্যার মাধ্যমে। প্রথমেই দেশের মেরুদণ্ড সোজা করে রাখার প্রধান টুলকিট ধ্বংস করে দেয়া হয়। ধীরে ধীরে-টিভির স্ক্রল বদলে গেল, কাগজের শিরোনামের ভাষা বদলে গেল, আর মানুষের মনে একটি অদৃশ্য ভয় ছেয়ে গেল। ডিজিটাল সিকিউরিটি/সাইবার সিকিউরিটি আইন, মামলা, তলব, সেলফ সেন্সরশিপ, রাতের নির্বাচন-সব মিলিয়ে এক অদৃশ্য জাল বিছিয়ে দেয়া হলো চারদিকে। যারা প্রশ্ন করতেন, তারা ধীরে ধীরে চুপ হয়ে গেলেন। সাংবাদিক, কার্টুনিস্ট, ইউটিউবার থেকে শুরু করে ব্লগার পর্যন্ত। বহুজন ভয়ে অর্থের লোভে আত্ম-নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হয়েছেন। এক শীর্ষস্থানীয় সম্পাদক বলেছিলেন, "সবাই সেলফ সেন্সরশিপে, কারণ দামটা যেকোনো মুহূর্তে চোকাতে হতে পারে।" এই সময়কালে টেন্ডার-চক্র, অনিয়ম, ক্ষমতার বলয়ে সুবিধাভোগ-এইসব পরিচিত শব্দগুলো শুধু খবরের কাগজে নয়, সত্যিকার অর্থে জনজীবনের ওপরে কালো ছায়া ফেলে। সৎ প্রকৌশলীদের বদলি হলো দুর্গম পাহাড়ি জনপদে, কাউকে OSD করা হলো, কেউবা দাঁড়িয়েছে পদত্যাগের মুখোমুখি। দীর্ঘকাল ক্ষমতা ভোগ করা শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে নিজেকে জনগণের উর্ধ্বে স্থাপন করতে চায়-এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। বাংলাদেশেও ১৬ বছরের লম্বা এক অধ্যায়ে আমরা দেখেছি বাক স্বাধীনতা হরণ, বিরোধী মত দমনের নির্মম ধারাবাহিকতা, নিরীহ আন্দোলনে গুলি, গণগ্রেফতার, এবং আইনের অপব্যবহার। এসব কিছু মিলে সাধারণ মানুষের ভেতরে একটা ক্ষোভ, একটা গ্লানির পলি জমতে থাকে। স্বৈরাচারকে সহ্য করার গ্লানি। চোখের সামনে বিশ্বজিৎ কিংবা আবরারকে মরতে দেখার গ্লানি। জনির বুকে ১৮ গুলির ক্ষোভ। নিজের শিশু সন্তানের চোখ উপড়ে ফেলা, গুলি কিংবা গুম করে ফেলা, আকরাম-ইলিয়াস আলীর সন্তানের কান্না। ২০১৮ সালের স্কুলের বাচ্চাদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে অমানবিক নির্যাতন। শাপলা চত্বরে আলেম, এতিম শিশু হত্যা। ঘুমাতে দেয় না। ভিতরে আত্মা ডুকরে কাঁদে বাংলা মায়ের। মুখ ফুটে না বলা কথা বিষবাষ্প হতে থাকে সবার। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের কোটা-বিরোধী ছাত্রআন্দোলন ছিল সহজ সরল আন্দোলন - মেধা বনাম কোটা। চাকরীতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কার ও একটি স্বাধীন কমিশন গঠন এই আন্দোলনের মূল দাবি।

যৌক্তিক ও খুবই সাধারণ দাবি। কিন্তু, এই কোটা ব্যবস্থা ছিল সরকারি অধিদপ্তরে সরকারের নিজেদের কর্মী নিয়োগের সবথেকে বড় পাইপলাইন। এর সবথেকে বড় স্টেক হোল্ডার ছাত্রলীগ। তারা ক্যাম্পাসে মারমুখি। জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ শুরু হয়, ১৬ জুলাই, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ধোঁয়ায় থমকে থাকা আকাশের নিচে রাজপথে নিরস্ত্র আবু সাঈদ। মেধা বনাম কোটার আন্দোলনে পুলিশের সামনে দু'হাত প্রসারিত করে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা না করার জন্য বলতে থাকে। একসময় নিরীহ আবু সাঈদকে পয়েন্ট জিরো রেঞ্জ থেকে পুলিশ গুলি করে বুক লক্ষ্য করে। আবু সাঈদ একটু টলে, হালকা শরীরে না খাওয়া পেটে হাত বুলিয়ে দেখে গরম রক্ত। ভাই আমার পড়ে যায় রাজপথে। কেউ তাকে 'শহীদ' বলে, কেউ 'ভাই', আমার কাছে তুমি এক আলো-যে আলো দেখায়, সত্যের সামনে দাঁড়াতে হলে ভয়কে বিদায় দিতে হয়। সেদিন তাঁর শাহাদত সবার কণ্ঠে এনে দিয়েছে-

আরেক প্রান্তে ওয়াসিম বাংলাদেশের জার্সি গায়ে নিঃশব্দে ছুটে বেড়ানো ছাত্রদলের অদম্য তরুণ। হাতে পোস্টার, পিঠে ব্যাগ, ফোনের স্ক্রিন ফাটা, হাসপাতালের রক্তদাতা তালিকা মেলাচ্ছে, মিছিলের নিরাপদ রুট চিহ্নিত করছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনার পুরানো শত্রু ছেলেটা। এর আগেও রাস্তায় নেমেছে ঐ হায়েনার বিরুদ্ধে। আগের আন্দোলনগুলোতে ফেরত যেতে পেরেছে রাজপথ থেকে হয় বাড়ি না হয় কারাগারে কিন্তু এবার পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করে ওয়াসিম। তাদের শাহাদতের গল্প ছড়িয়ে পড়তেই দেখা গেল রাস্তার দেয়াল, ক্যাম্পাসের গেট, হাসপাতালের করিডোর, গলিতে, জেলেপাড়ায়, উপকূলের বাতাসে, পাহাড়ি জনপদে সব জায়গায় মানুষ কান্নার ভেতর শপথ নিল - 'দেশটা আমাদের, আমরাই ঠিক করব'- এই বাক্যটি তখন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা। জালিম ও মজলুমের লড়াইয়ে ইতিহাসের সঠিক পক্ষে থাকার দৃঢ় প্রত্যয়। মিছিলের ঢেউ যখন শহর ঘিরে ধরে, ডাক-জবাবের ছন্দে ভেসে ওঠে জনতা। আপনি যে স্লোগান গুলো জানেন-সেগুলোই চারদিকে প্রতিধ্বনি তুলে যাচ্ছে। জনতার স্রোতে...

কেউ বাতাসে ছুড়ে দেয়- "দফা এক-দাবি এক"
জনতা সুর মেলায় "খুনী হাসিনার পদত্যাগ"

ফ্যাসিস্টের সাজানো-গোছানো হলুদিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য করে "মেধাহীন ও রাজাকারের বাচ্চা" বলে গালি দেয়ার প্রতিবাদে টিএসসির আকাশে-বাতাসে জন্ম নেয় রক্ত আগুন স্লোগান-

দমন যত কঠোর হলো, প্রতিরোধ তত শৃঙ্খলিত হয়ে উঠল। ১৮ জুলাই সন্ধ্যার পর দেশজুড়ে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করা হলো, স্ক্রিনগুলো একসাথে কালো, নোটিফিকেশন থেমে গেল, শহরের শব্দ যেন একটু ধীরে শ্বাস নিল। রাতভর মানুষ কান পেতে রইল কে কোথায় আছেন, কে ধরা পড়েছে, কে হাসপাতালে। ১৯ জুলাই রাত ১২টা থেকে সারাদেশে কারফিউ, রাস্তায় সেনা ও আধাসামরিক বাহিনী, দুপুরে ঘোষণা, সন্ধ্যায় নতুন নির্দেশ এভাবে দিন বদলাত আর মানুষ বোঝার চেষ্টা করত কোন সময়টুকু বাইরে থাকা নিরাপদ। কিন্তু ক্যাম্পাস থামেনি। নেটওয়ার্ক নিস্তব্ধ হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠল অদৃশ্য সুইচিং স্টেশন।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছেলে মেয়েরা দ্রুত লোকাল-মেশ রিলে বসাল, ডিভাইস-টু-ডিভাইস বার্তা ঘুরে যেত পাঁচ মিনিট, ডিপার্টমেন্ট বোর্ডে ৩০ মিনিট অন্তর প্রিন্ট-চেইন আপডেট, জরুরি রুট, নিরাপদ করিডর, আইনি সহায়তার নম্বর। দেয়ালে কিউ আর-পোস্টার-স্ক্যান করলে ক্যাম্পাস ইন্টারনেটে অফলাইন পেজ খুলত, হাসপাতাল, রক্তদাতা, লিগ্যাল এইড, মেডিকেল টিম সব একসাথে, কোনো ইন্টারনেট লাগত না। কয়েকটা ল্যাবে ছাত্ররা লো-পাওয়ার ল্যাপটপ/মাইক্রো-কম্পিউটার দিয়ে ছোট অফলাইন সার্ভার দাঁড় করাল, রাতে যেসব রিপোর্ট/ছবি নিরাপদ পথে এলো, সেগুলো সকালে নোটিস বোর্ডে ছাপা হলো, আর ড্রোনের কম রেঞ্জ স্ন্যাপশট দিয়ে চিহ্নিত হলো ব্যারিকেড আর নিরাপদ রাস্তা। এই সবকিছুর অঘোষিত প্রোটোকল ছিল-"লোকেশন অফ, মনোবল অন।" কারও কণ্ঠ খুব উঁচু ছিল না, কিন্তু সবার পা একই ছন্দে হাঁটছিল। কেউ ডাক দিলেই পাশে দাঁড়ানো- এই ছিল প্রকৌশলীদের শান্ত, দৃঢ় ব্যাক এন্ড অব রেজিস্ট্যান্স, অনলাইন নেই, তবু ডাটা ফ্লো আছে, ভয় আছে, তবু ফ্লোচার্ট আছে।

সোশ্যাল মিডিয়া বন্ধ কিন্তু পুরোপুরি নয়। কেউ ভিপিএনের খুঁটিনাটি শিখে নিল রাতারাতি নতুন প্রোটোকল, নতুন এক্সিট, হাতঘড়ির অ্যালার্ম দিয়ে রোটেটিং ভিপিএন উইন্ডো- চেকপয়েন্টের আগে-পরে সুরক্ষিত মেসেজিং। যারা পারছিল না, তাদের জন্য ছিল অফলাইন বুলেটিন আর রানার নেটওয়ার্ক-কোন হলে কাকে নিতে হবে, কোন ওয়ার্ডে রক্ত লাগবে, কোন রাস্তায় 'রেড জোন' সব খবর পৌঁছে যেত দু'ধাপে। ইন্টারনেট খুলে-বন্ধের ধাক্কা যখন অর্থনীতি আর সাধারণ জীবনকে স্তব্ধ করছিল, ছাত্র-ইঞ্জিনিয়াররা শিখিয়ে ছিল-সংযোগ শুধু নেটে নয়, সংযোগ মানে মানুষ। ঐ সময়ে সরকার পক্ষ বলেছিল, 'অস্থিতিশীলতা ঠেকাতে সাময়িক ব্যবস্থা', আবার টিভি ক্যামেরার সামনে দেখা গেল আইসিটি মন্ত্রীর ব্যাখ্যা, কখনও ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস, পরে ক্ষমা প্রার্থনা, "ভুল হয়ে থাকলে দুঃখিত।" পরবর্তীতে নানা সাক্ষ্যে উঠে আসে শাটডাউনের সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তি ও সামাজিক মাধ্যম সীমাবদ্ধতার কথা। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তরুণরাও চুপ থাকেনি ওরা বলেছিল, শাটডাউন ভুয়া খবর কমায় না, বরং সত্য খবরের পথ বন্ধ করে দেয়। তথ্য যদি সূর্যের আলো, তবে দেশের ওপর মেঘ টেনে রাখা যায় না, এটাই ছিল তাদের বক্তব্য।

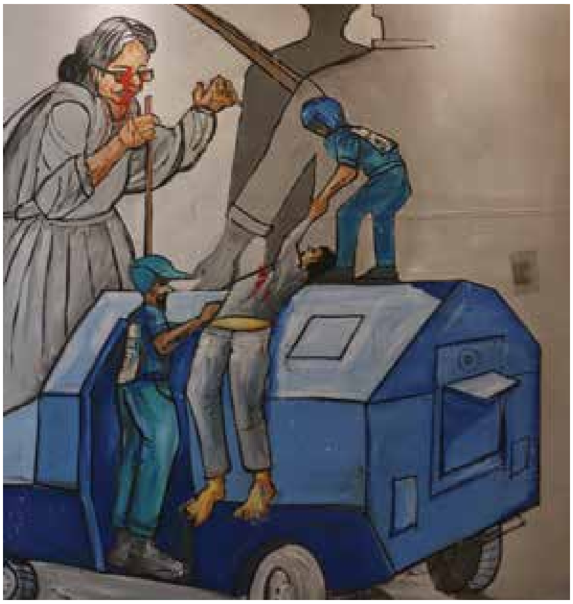

তাদের বিশ্বাস, "ইঞ্জিনিয়ার শুধু নির্মাতা নয়, জাতির স্থপতি।" তাই নীরবতার মাঝে তারা স্থাপত্য বানিয়েছে বিশ্বাসের, কেউ ডকুমেন্টেশন করল, কেউ প্রটোকল লিখল, কেউ ফার্স্ট-এড ক্যাশ সাজাল, কেউ বাডি সিস্টেম চালাল, আর সবাই মিলে একটাই কথা, মাতৃভূমি অথবা মৃত্যু। রাতের শেষ প্রহরে শহরটা নিঃশব্দ। হঠাৎ করে ফেসবুকের টাইমলাইনে এক ঢেউ, কালো নয়, লাল। ২৯ জুলাই রাতেই পরদিনকে শোক ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু কেউ কেউ বলল, "শোক আমরা করব, ন্যায়বিচারের শর্তে।" তাই সকাল হতেই হাজার হাজার প্রোফাইল ছবি-রক্তিম লাল। কোনো মুখ নেই, কোনো লোগো নেই, আছে শুধু প্রতিরোধের রং। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে দোকানদার, সাংবাদিক থেকে স্কুল ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ার থেকে ডাক্তার, সবার স্ক্রিনে একটাই সংকেত, "আমরা দেখছি, আমরা মনে রাখছি।" এই রঙিন নীরবতা শব্দের চেয়ে প্রখর হলো, কারণ যেকোনো শোক যদি ন্যায়চ্যুত হয়, জনতা তাকে অর্থ দিয়ে ফের ব্যাখ্যা করে নেয়। সেদিন লালটা ছিল চূড়ান্ত সতর্কবার্তা।

এই লাল-কালোর রেখা টানাটা বুঝতে হলে মাস্টার ক্যালেন্ডারটাও দেখতে হয়। অগাস্ট শোকের মাস, ক্ষমতাসীন পক্ষ তখন আগাম কালো প্রোফাইল/কালো ফ্রেমের ডাক তোলে, রাষ্ট্রীয় শোকের ভাষা ব্যবহার করে সামাজিক মিডিয়ায় কালোকে নীরবতার প্রতীক বানাতে চায়। বিপরীতে, জুলাইয়ের শেষ প্রহরেই ছাত্র-জনতা বলে, "শোক হোক, তবে অবিচারের সঙ্গে আপস নয়" তাই তারা বেছে নেয় লাল। লাল মানে শুধুই রক্ত নয়, দায়বদ্ধতার সই,

প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা। এই দুই রং তখন হয়ে ওঠে নৈতিক রেখা, কে ন্যায়ের পাশে, কে নিপীড়নের পাশে। কেউ কালো করে বলে, "আমরা শোক করছি", আর কেউ লাল করে জানিয়ে দেয়, "আমরা শোক করছি, তবে সত্যের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে।" শহরের দেয়াল জানিয়ে দেয় এক ফাইন লাইন, কে 'জালিম', কে 'মজলুম'। মজলুম লাল, কারণ তারা রক্ত দিয়ে দাঁড়িয়েছে, জালিম কালো, কারণ তারা অন্ধকারকে ঢাল বানিয়েছে। লাল রঙের এই 'স্ক্রিন-মিছিল' কেন এত দ্রুত ছড়িয়ে গেল? কারণ, আগের কয়েকদিন ধরে যে ইন্টারনেট শাটডাউন জনতাকে বিচ্ছিন্ন করছিল, ২৪ জুলাই থেকে সামান্য সংযোগ ফিরলেও মানুষের মনে ছিল বঞ্চনার ক্ষোভ। তাই ৩০ জুলাই হয়ে উঠল মানসিক সমবেত হওয়ার দিন, ইন্টারনেট ফেরে, কিন্তু বিশ্বাস ফেরাতে জনতা নিজেরাই রং বেছে নেয়। লাল, যা শুধু রক্তের স্মৃতি নয়, জবাবদিহির দাবি। এখানে রংটা আর আলংকারিক নয়, কে কোন পাশে দাঁড়ালেন, সেটাই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। দিন যেতে যেতে দাবি-দাওয়ার তালিকা ছোট হতে থাকে। শহীদদের সংখ্যা বাড়তে থাকে, আর দাবির তালিকা ছোট হয়ে এসে এক লাইনে দাঁড়ায়, "স্বৈরাচার হাসিনার পদত্যাগ- এই এক দফা।"

ছাত্রনেতারা সেদিন বলেছিল, "সংলাপ নয়, ন্যায়ের সঙ্গে সংলাপ, বুলেটের সঙ্গে না।" জনতা টের পেল, আন্দোলনের ভাষা এখন অত্যন্ত পরিষ্কার। কেউ ৯ দফা বলেছিল, কেউ ৫ দফা কিন্তু দেশের নৈতিক ঘড়িটা কেবল একটাই সময় দেখাচ্ছিলঃ ১ দফা। এই এক দফা কেন এমন বেগে জনতাকে টেনে নিল? কারণ, শোক-ক্ষোভ-অনিশ্চয়তা সবকিছুর ভেতর একটি স্পষ্ট সংজ্ঞা দরকার ছিল। যে সংজ্ঞা শুনে গ্রাম্য চায়ের দোকানের মানুষটিও বুঝে যাবে তার জায়গা কোথায়। "দফা এক-দাবি এক"- স্লোগান এখানে কমান্ডিং রিদম তৈরি করে। ৩ অগাস্টের ওই এক দফা ঘোষণার পরই রাস্তায় কাঁপুনি, "এখন তাহলে কী?" উত্তর এল খুব কম শব্দে, "লং মার্চ টু ঢাকা।" এবং মাস্তুলে উঠল আরেকটা লাইন-"পরশু নয়, আগামীকাল!" কারণ, সময় তখন ক্যালেন্ডারের নয়, রক্তের ক্যালেন্ডার। ৪ অগাস্ট সন্ধ্যায় সমন্বয়কারীরা সিদ্ধান্ত বদলে দিল, আগে যে ৬ অগাস্ট ভাবা হচ্ছিল, সেটি টেনে আনা হলো ৫ অগাস্টে। "কারফিউ আছে?"- হ্যাঁ; "তবু যাবে?"-হ্যাঁ। "পরশু নয়, আগামীকাল" এই সাত/আট শব্দের ঝড়টা কীভাবে ভাইরাল হলো? প্রথমে পোস্টার-ক্যাপশন, পরে স্টোরি-রিল, তারপর হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড। কেউ লিখল-"পরশু নয়, কালকেই লং মার্চ টু ঢাকা!"-সেই বাক্যটা ঘুরে ঘুরে ট্যাগলাইনে পরিণত হলো। পরে বহু রিপোর্ট, পোস্টে দেখা গেছে, এই লাইনটিকে মানুষ ইতিহাসের সেরা সিদ্ধান্ত বলে রি-শেয়ার করেছে, কারণ এই সিদ্ধান্তে ধরা আছে সাহসের তাড়া আর সময় ব্যবস্থাপনা একই সঙ্গে।

ঢাকা মুখি সেই পদযাত্রার আগের রাতে ক্যাম্পাসে আলো নিভে গিয়ে আবার জ্বলে। কারফিউ ভাঙার আগেই পরিকল্পনা, কে কোন পথে যাবে, কোন ব্রিজে জড়ো হবে, কোথায় 'রেড জোন'। ইঞ্জিনিয়ারিং ছেলে মেয়েরা মেশ-রিলে বার্তা ছড়িয়ে দিল, কেউ অফলাইন সার্ভারের কনটেন্ট আপডেট করল, প্রিন্ট-চেইন কাজ করল সূচির মতো, ভিপিএন-এ অন-অফের রোটেটিং উইন্ডোতে নিরাপদ বার্তা এপার-ওপার। সবার মুখে এক কথা, "লোকেশন অফ, মনোবল অন।" সকাল হয়েছে। স্লোগানগুলো আপনি আগের ডকে যেমন লিখেছেন, তেমনি শুধু এর সঙ্গে নতুন যোগ হওয়া ডাকের ঝলক। ঢাকার দিকে হাঁটছে সারি সারি পা, কেউ বলে-"আজ নয়? আজই।" আরেকজন যোগ করে, "পরশু নয়, আগামীকাল।"

শহীদদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে প্রজন্ম বুঝে নিয়েছে, রাষ্ট্র কাঁধে তুলতে হলে আগে বিশ্বাস ফেরাতে হয়। বিশ্বাস

হারিয়েছে যেখানে, সেখানে সমস্যা শুধু অর্থের ঘাটতি নয়, স্বচ্ছতার অনুপস্থিতি। টেন্ডার, বিল, নকশা সব কিছু কুয়াশার আড়ালে রেখে যে উন্নয়ন দেখানো হয়, তা একসময় দেয়ালে ফাটল ধরায়। তাই নতুন প্রজন্ম বলে, উন্নয়নের প্রথম শর্ত দেখতে পাওয়া। শহীদদের রক্ত শুকোতে না শুকোতেই প্রজন্ম বুঝে নিল, রাষ্ট্র আগে নকশায় দাঁড়ায়, তারপর ইস্পাত, সিমেন্টে। নকশার সেই প্রথম রেখাটা হলো নৈতিকতা, তার ওপর বসে স্বচ্ছতা, আর সব শেষে জবাবদিহি। তারা বলে উঠল, এবার রাষ্ট্র গড়া হবে নৈতিকতার ব্লুপ্রিন্টে, যেখানে সিদ্ধান্ত দেখা যায়, টাকার পথ ধরা যায়, আর মানুষের মর্যাদা অদৃশ্য হয়ে যায় না, উল্টো, নাগরিকের চোখেই সবচেয়ে স্পষ্ট থাকে। ইঞ্জিনিয়াররা এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে কৃষকের জমিতে সোলারের পাতলা ছায়া, এক পাশেই ধান দুলছে, জমি যেন একসঙ্গে দু'বার কাজে লাগছে। smart meter- এর স্ক্রিন দেখিয়ে দিল কে কত ব্যবহার করেছে, কোন সময়ে কত এসেছে, বিলে হারিয়ে যাওয়া অঙ্ক নেই, আছে ব্যবহার ভিত্তিক ন্যায়। বিদ্যুৎ তখন শুধু আলো নয়, আস্থা, উন্নয়নের নাম তখন আর কেবল বিশাল প্রকল্প নয়, বরং intelligent grid-যা অল্প খরচে স্থায়ী সমাধান শেখায়।

নদীকে অবজ্ঞা করলে শহর কাঁদে, এই সত্য তাই আবার ফিরে আসে পরিকল্পনার টেবিলে। নদী-খাল-জলাধার নিয়ে আঁকা হয় এক জীবন্ত মানচিত্র, জল কোথায় নামে, কোথায় থামে, কোন বাঁকে ভাঙন, কোন জায়গায় বালুর প্রলোভন সব আগে ভাগে বোঝা যায়। সেতু-কালভার্ট-এম্বাংকমেন্ট যেন কেবল কাগজে বয়স বাড়ায় না, sensor data, drone-এর ছবি, আর মাঠের মাপজোকে ধরা পড়ে কোন অংশে আগেভাগে হাত দেওয়া দরকার।

উন্মুক্ত অর্থনীতির ভিত ফুটে ওঠে পর্দায়-open budget, open contracting, public data room। নাগরিকের আঙুলের ডগায় থাকে প্রকল্পের জীবনকথা, জিজ্ঞেস করলে দেখা যায় কোন পর্যায়ে খরচ বেড়েছে, কোন সংশোধনে সময় বদলেছে। প্রতিটি বড় কাজের সঙ্গে চলতে থাকে এক digital trace-Project Passport যেমন, যেখানে অনুমোদনের নথি থেকে সাইটের geo-tagged ছবি পর্যন্ত এক ধারায় উঠে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা আর কারখানার গেটের মাঝে যে প্রাচীর, সেখানে কেটে দেওয়া হয় এক সরু কিন্তু সোজা পথ-ল্যাবের prototype মাঠে নামে, startup-এ জায়গা পায়, শেষে উৎপাদনের factory floor-এ দাঁড়ায়। স্বাস্থ্যসেবার স্ক্রিনে গ্রামের ডাক্তার পৌঁছে যান, recycling শহরে বর্জ্যকে ফিরিয়ে দেয় সম্পদের চক্রে, ডাটা নীতিতে privacy-by-design থাকে ডিফল্টে-minimum data, maximum service। shutdown-এর অন্ধকার নয়, misinformation-এর উৎস চিহ্নিত করে শোধরানোর কৌশল কাজ করে। রাষ্ট্র তখন কেবল বিধির বই নয়-বিশ্বাসের স্থাপত্য, যেখানে সিদ্ধান্ত দেখা যায়, টাকা ধরা যায়, আর মানুষ মর্যাদাসহ দাঁড়িয়ে থাকে।

একটি দিন, একটি স্লোগান, কয়েকটি মুখ এর ভেতরেই লুকিয়ে ছিল দ্বিতীয় জাগরণের প্রথম ছায়া। আমরা শুধু সেই ছায়াগুলোকে গল্পের আলোতে সাজিয়ে দিলাম। কারণ, পরিবর্তন কখনোই হুট করে আসে না, আসে শৃঙ্খলা, নৈতিকতা আর আশার ধাপে ধাপে। তাই প্রতিজ্ঞা থেকে প্রতিদিনের কাজ-"রক্ত দিয়ে জাগানো জাতি আর কখনো মাথা নত করবে না।"

"৩৬ জুলাই" ক্যালেন্ডারের কোনো দাগ নয়, এটি এক জীবন্ত অনুপ্রেরণার নাম। আমরা এটাকে বাঁচিয়ে রাখি জানালায় আলো জ্বালিয়ে, আদালতে প্রমাণ রেখে, নদীর পথে জল ছাড়িয়ে আর সাহসে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর দৃঢ়তায়, মানুষের মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকারে, কারণ **"সবার আগে বাংলাদেশ।"** ■

প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন - কি এবং কেন?

“প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন” কোনো গতানুগতিক সংগঠন নয়, বরং এটি বাংলাদেশের প্রকৌশল খাতের গভীরে প্রোথিত প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য, পেশাগত পরিচয়ের অবমূল্যায়ন এবং নিয়োগ ও পদোন্নতিতে বহু বছর ধরে চলমান বঞ্চনা ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রকৌশল সমাজের এক স্বতঃস্ফূর্ত ও অরাজনৈতিক জাগরণ। এই আন্দোলনে একত্রিত হয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের বর্তমান ও সাবেক শিক্ষার্থী, সম্মানিত শিক্ষক এবং কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত বিএসসি প্রকৌশলীরা।

এছাড়াও বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সার্বিক সহযোগিতায় “প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন” যুগপৎভাবে কাজ করে আসছে, যাতে প্রকৌশলীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা যায়। “প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন” মূল লক্ষ্য একটি মেধাভিত্তিক, আধুনিক ও শক্তিশালী প্রকৌশল খাত গড়ে তোলা, যেখানে যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন হবে এবং মেধার ভিত্তিতেই পেশাগত উন্নতি ঘটবে। প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন বিশ্বাস করে, প্রকৌশলীদের প্রতি চলমান অবিচার দূর করে একটি সমতাভিত্তিক ও টেকসই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা না গেলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নই বাধাগ্রস্ত হবে। তাই এই আন্দোলনকে কেবল প্রকৌশলীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হিসেবে দেখলে ভুল হবে, এটি আদতে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে একটি যৌক্তিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

প্রকৌশলীদের প্রতি বৈষম্যের দুষ্টচক্রে প্রকৌশল খাত: দেশের বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রকৌশলী বা সমমানের পদে ডিপ্লোমাধারীদের জন্য ৩৩% পদোন্নতির একটি নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক চিত্র বলছে, এই বিধান অনেক ক্ষেত্রেই মানা হচ্ছে

না, বরং বহু প্রতিষ্ঠানে এই হার উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে গেছে। এর ফলে একদিকে যেমন মেধাবী স্নাতক প্রকৌশলীদের জন্য চাকরির সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে, তেমনি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের মূল উদ্দেশ্যও ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাস্তবতার ভিন্ন চিত্র: বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রকৌশলী পদে ডিপ্লোমাধারীদের উপস্থিতি ৩৩% কোটার চেয়ে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ: সড়ক ও জনপথ (সওজ): সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে কর্মরতদের প্রায় ৭২% ডিপ্লোমাধারী (চলতি দায়িত্বসহ)। গণপূর্ত বিভাগ (PWD): সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) পদে প্রায় ৫০% এবং সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ৪১% ডিপ্লোমাধারী।

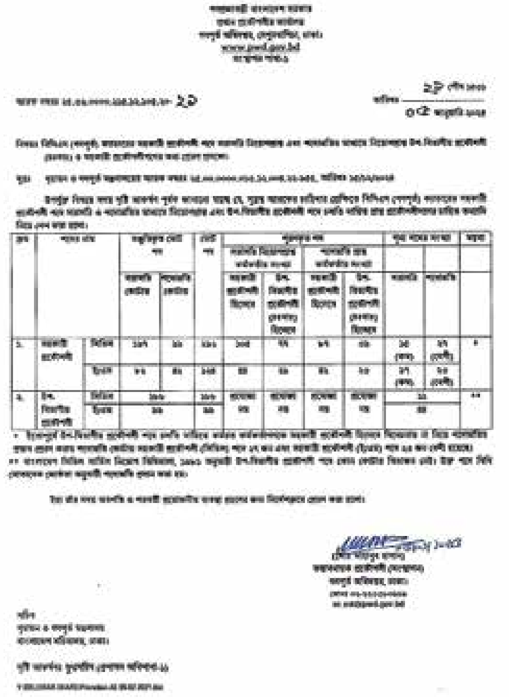

ডেসকো (DESCO): সহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরতদের ৪৪% ডিপ্লোমাধারী। ডিপিডিসি (DPDC): সহকারী প্রকৌশলী পদে কর্মরত প্রায় ৪০% ই ডিপ্লোমাধারী। শুধু তাই নয়, BCIC, BRTC, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনসহ ৩৫টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রুলে ৩৩% এর বেশি পদোন্নতির সুযোগ রাখা হয়েছে। এমনকি প্রায় ২০টি প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে স্নাতক ডিগ্রি ছাড়াই ১০০% পদোন্নতির বিধান করা হয়েছে। এর ফলে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা মেধাবী প্রকৌশলীদের জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে আবেদনের পথই কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।

মেধাভিত্তিক নিয়োগে বাধা: উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদটি শতভাগ ডিপ্লোমাধারীদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় তারা কোনো ধরনের বড় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই চাকরিতে প্রবেশ করেন। অন্যদিকে, সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ হয় অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে, যা মেধার সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করে। কিন্তু উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ থেকে ৩৩% সরাসরি পদোন্নতির কোটা থাকায়, অনেকেই কোনো ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই পদোন্নতি পেয়ে স্নাতক প্রকৌশলীদের জন্য নির্ধারিত পদগুলো পূরণ করছেন। এটি মেধাভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থার মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

One diploma even working as Additional Chief Engineer (Grade-4) in AFCCL.

মামলা ও প্রশাসনিক প্রভাব: বিভিন্ন সময়ে ডিপ্লোমাধারীদের সংগঠনগুলো প্রশাসনিক প্রভাব খাটিয়ে বা আদালতে মামলা করে সরাসরি নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে। BCIC ২০১২ সালে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হলেও "অনিবার্য কারণ" দেখিয়ে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB): ২০২৩ সালে ৬ জন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের নিয়োগপত্র ইস্যু হলেও মামলার কারণে দুটি নিয়োগ স্থগিত হয়ে যায়।

ঢাকা ওয়াসা: ২০২৩ সালে ২৬টি সহকারী প্রকৌশলী পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে ফলাফল প্রস্তুত হলেও, ঢাকা ওয়াসা ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতির চাপে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে মাত্র ১৬টি পদে নতুন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং বাকি পদগুলো অভ্যন্তরীণ পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। একইভাবে, গণপূর্ত অধিদপ্তরে ৪৩তম থেকে ৪৭তম বিসিএস পর্যন্ত সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ না দেওয়ার জন্য সচিব বরাবর চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ পিডব্লিউডি ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি (বাপিডিপ্রকৌস)।

চলতি দায়িত্ব দিয়ে পদ পূরণ ও নিয়োগ সংকট: অনেক প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রকৌশলী পদের শূন্য পদের জন্য সরাসরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ডিপ্লোমাধারীদের "চলতি দায়িত্ব" বা "ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব" দিয়ে পদগুলো পূরণ করা হচ্ছে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (BMDA) গত ১৭ বছর ধরে কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেনি। সড়ক ও জনপথ বিভাগ (RHD) ১৬৩টি পদে সরাসরি নিয়োগের কথা থাকলেও মাত্র ৬০টি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাকি ৮৭টি পদ ডিপ্লোমাধারীরা "চলতি দায়িত্ব" নিয়ে পূরণ করে রেখেছেন।

বিসিএস ক্যাডারে প্রভাব ও সংকুচিত ভবিষ্যৎ: বিসিএস পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও বা ন্যূনতম স্নাতক যোগ্যতা ছাড়াই ডিপ্লোমাধারীরা PWD, RHD, এবং কারিগরি শিক্ষার মতো প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতি পেয়ে বিসিএস ক্যাডার হচ্ছেন। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আসা ক্যাডারদের ওপর তারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছেন, যা প্রশাসনে ভারসাম্যহীনতা তৈরি করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রকৌশল পদের সংখ্যা যেভাবে কমেছে, তা এক কথায় উদ্বেগজনক। ৪৪তম বিসিএসে বিভিন্ন প্রকৌশল ক্যাডারে যেখানে ২৯১টি পদ ছিল, সেখানে ৪৭তম বিসিএসে তা কমে মাত্র ৪৬টিতে দাঁড়িয়েছে। অভ্যন্তরীণ পদোন্নতির মাধ্যমে পদ পূরণের এই প্রবণতা চলতে থাকলে নতুন প্রজন্মের মেধাবী প্রকৌশলীদের জন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সুযোগ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

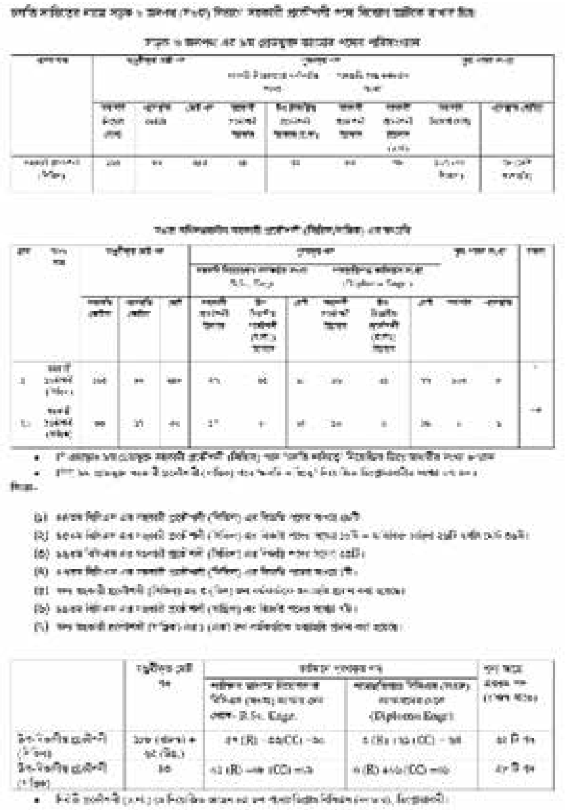

সংকটের আবর্তে প্রকৌশল খাতের ফলাফল :

১. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ধ্বংস: প্রতিষ্ঠানের সার্ভিস রুল বা নিয়ম লঙ্ঘন করে যখন মেধার পরিবর্তে কোটা বা চাপের মাধ্যমে পদোন্নতি দেওয়া হয়, তখন প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। সহকারী প্রকৌশলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া নিয়োগ পাওয়ায় জুনিয়র ও সিনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে চেইন অফ কমান্ড নষ্ট হয়। এটি প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয় এবং একটি বিশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ তৈরি করে, যা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

২. প্রাতিষ্ঠানিক স্থবিরতা ও উদ্ভাবনহীনতা: সরাসরি নিয়োগ বন্ধ রেখে অভ্যন্তরীণ পদোন্নতির মাধ্যমে পদ পূরণের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানকে নতুন ধারণা ও আধুনিক প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নতুন ও মেধাবী প্রকৌশলীরা যে উদ্ভাবনী শক্তি এবং নতুন জ্ঞান নিয়ে আসেন, তা থেকে প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোতে তৈরি হয় এক ধরনের স্থবিরতা, যেখানে গতানুগতিক কাজের বাইরে নতুন কিছু করার মানসিকতা বা সুযোগ থাকে না।

৩. নেতৃত্বের সংকট ও প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুঁকি: সহকারী প্রকৌশলী থেকে পদোন্নতি পেয়ে ধাপে ধাপে একজন প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী পর্যন্ত পৌঁছেন এবং বড় বড় প্রকল্পের নেতৃত্ব দেন। যদি মেধার মূল্যায়ন না হয়, তবে অযোগ্য ও কম দক্ষ ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে চলে আসবেন। এর ফলে নেতৃত্বের সংকট তৈরি হবে, যা বড় ও জটিল প্রকল্পগুলোর সঠিক পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং বাস্তবায়নে মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

৪. দেশের অবকাঠামোর উপর দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি: রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎকেন্দ্র বা যেকোনো বড় অবকাঠামোর স্থায়িত্ব ও গুণগত মান নির্ভর করে দক্ষ প্রকৌশলীদের উপর। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম বা অদক্ষদের পদায়ন করার অর্থ হলো দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগুলোকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলা। এটি কেবল বর্তমানের জন্য নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তিকেও দুর্বল করে দেবে।

৫. বিদেশি পরামর্শক নির্ভরতা ও অর্থনৈতিক ক্ষতি: প্রতিষ্ঠানে যোগ্য ও দক্ষ প্রকৌশলীর অভাব দেখা দিলে জটিল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিদেশি পরামর্শকের উপর নির্ভরতা বাড়ে। এতে দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলে যায় এবং দেশের নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি হয় না। এটি একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে, যেখানে দেশীয় মেধার অবমূল্যায়ন হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে।

৬. মেধাপাচার ও প্রকৌশল পেশা পরিবর্তন: সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের সুযোগ যখন সংকুচিত হয়ে আসে এবং মেধার মূল্যায়ন হয় না, তখন দেশের সেরা

প্রকৌশলীরা হতাশ হয়ে পড়েন। তাদের বড় একটি অংশ উন্নত ভবিষ্যতের আশায় বিদেশে পাড়ি জমান, যা "মেধাপাচার" হিসেবে পরিচিত। অনেকে আবার প্রকৌশল পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে যেতে বাধ্য হন। এর ফলে দেশ তার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সন্তানদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

"প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন" মূলত বহু বছর ধরে চলমান এই বঞ্চনা ও অবিচারের বিরুদ্ধেই এক সম্মিলিত প্রতিবাদ। প্রকৌশল খাতে সৃষ্ট পদ্ধতিগত সংকট এবং এর ফলে উদ্ভূত প্রাতিষ্ঠানিক স্থবিরতা, নেতৃত্বের সংকট ও মেধাপাচারের মতো গুরুতর সমস্যা সমাধানে দেশের সকল প্রকৌশলী ও শিক্ষার্থীরা প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন কর্তৃক উত্থাপিত তিন-দফা দাবির ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছেন। এই দাবিগুলো দীর্ঘমেয়াদে দেশের প্রকৌশল খাতকে শক্তিশালী করার জন্য একটি যৌক্তিক ও সমন্বিত সমাধান তৈরি করবে।

১. মেধাভিত্তিক নিয়োগ: ৯ম গ্রেডের সহকারী প্রকৌশলী বা সমমানের সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের কোটা বা পদোন্নতির বিধান বাতিল করে, শুধুমাত্র উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ন্যূনতম বিএসসি ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দিতে হবে। এই দাবিটি অত্যন্ত যৌক্তিক, কারণ সহকারী প্রকৌশলী পদটি একটি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রবেশদ্বার। এখানে মেধার সাথে আপস করা হলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ নিশ্চিত করা হলে প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের সেরা ও উদ্ভাবনী প্রকৌশলীদের পাবে, যা প্রাতিষ্ঠানিক স্থবিরতা কাটিয়ে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে গতি আনবে এবং একটি স্বচ্ছ ও কর্মোদ্দীপক পরিবেশ তৈরি করবে।

২. সকলের জন্য সমান সুযোগ: ১০ম গ্রেডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী বা সমমানের পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার উর্ধ্বসীমা তুলে দিয়ে ন্যূনতম ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং নির্ধারণ করে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদেরও আবেদন করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই দাবিটি সাংবিধানিকভাবে ন্যায্য এবং একটি সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরির জন্য অপরিহার্য। উচ্চতর ডিগ্রিধারীদের নিম্নতর পদে আবেদনের সুযোগ বন্ধ রাখা বৈষম্যমূলক। বিএসসি প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে প্রতিযোগিতা বাড়বে, ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো মাঠপর্যায়ের কাজের জন্য আরও দক্ষ জনবল বেছে নিতে পারবে। এটি একদিকে যেমন বিএসসি প্রকৌশলীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে, তেমনি দেশের সার্বিক কাজের মানও উন্নত করবে।

৩. পেশাগত পরিচয়ের সুরক্ষা: শুধুমাত্র বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি সম্পন্নকারীরাই যেন "প্রকৌশলী" (Engineer) পদবি ব্যবহার করতে পারেন, তা আইনিভাবে সুরক্ষা দিতে হবে এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই দাবিটি পেশার মর্যাদা ও জননিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডাক্তার বা আইনজীবীর মতোই "প্রকৌশলী" একটি বিশেষায়িত পেশাগত পদবি, যা নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিচায়ক। এর আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা হলে পেশাগত জবাবদিহিতা বাড়বে এবং অযোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা অবকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়নের ঝুঁকি কমবে। এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশি প্রকৌশলীদের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে এবং নিশ্চিত করবে যে শুধুমাত্র যোগ্য ব্যক্তিরাই প্রকৌশলগত সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।

"প্রকৌশলী অধিকার আন্দোলন"-এর তিন দফার মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রকৌশল খাতে বিদ্যমান বৈষম্য এবং অন্যায্য নিয়ম-নীতির অবসান ঘটানো। এই আন্দোলন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশলীদের প্রতি হওয়া বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরে। সংগঠনটি কোটা, পদোন্নতি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সিন্ডিকেট ভেঙে যোগ্যতা ও ন্যায্যতার ভিত্তিতে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রকৌশল খাত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, মেধাভিত্তিক ও আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ■

ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ এ প্রকাশের জন্য
প্রযুক্তি প্রকৌশল বিষয়ক যেকোনো লেখা
iebnews48@gmail.com
ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান
সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ সম্পাদনা পর্ষদ
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

IEB

IEB

BUET

RUET

বিক্ষোভ-সমাবেশ
CUET

বিক্ষোভ সমাবেশ
KUET

DU

বিক্ষোভ সমাবেশ
RU

AHSANULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
AUST

বিক্ষোভ সমাবেশ
SUST

PUST

MIST

বিক্ষোভ সমাবেশ
CU

Long march to dhaka

Long march to dhaka

Long march to dhaka

NITER
বিক্ষোভ মিছিল
NITER

বিক্ষোভ সমাবেশ ও মানববন্ধন
JUST

বিক্ষোভ সমাবেশ
JKKNIU

HAJEE MOHAMMAD DANESH SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY, DINAJPUR
HSTU

মানব বন্ধন
BAUST

বিক্ষোভ সমাবেশ
BRUR

IU

বিক্ষোভ সমাবেশ
BEC

বিক্ষোভ সমাবেশ
JSTU

সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
বিক্ষোভ সমাবেশ
SEC

IIUC

BUTEX

NSTU

MEC

প্রশাসনিক ভবন
FEC

GSTU

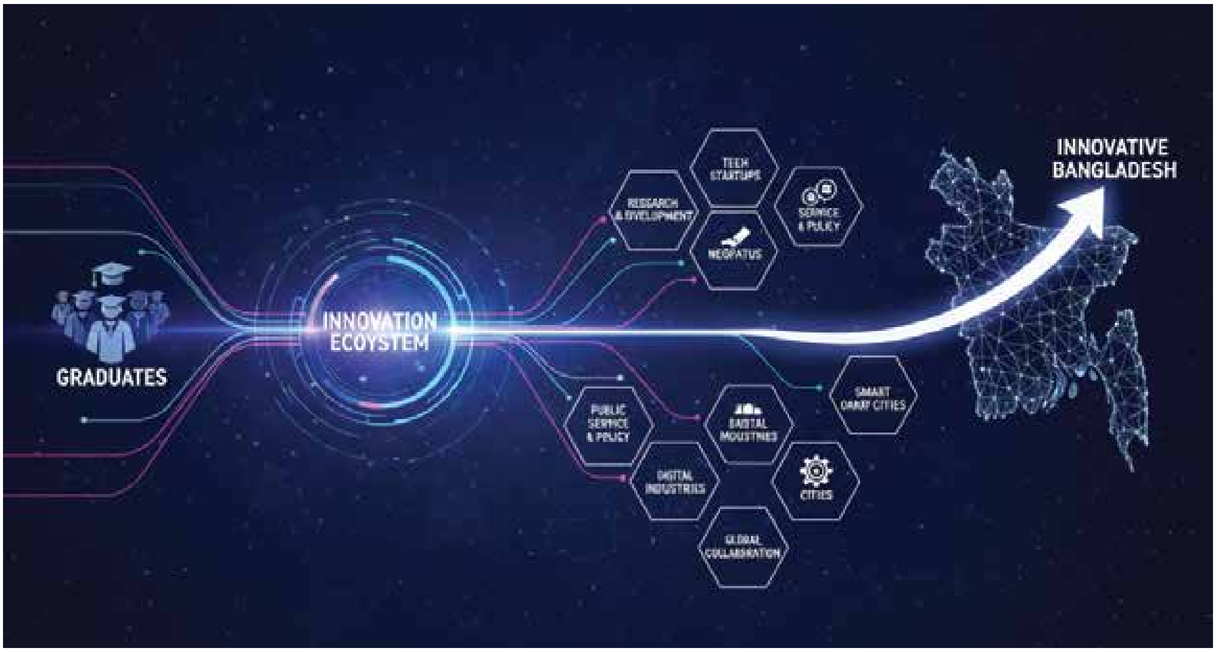

Unveiling the Path of Graduates in Building Innovative Bangladesh

Engr. M. M. Shahidul Hassan, F/02956

Over the past couple of years, there has been a ecurring discourse about crafting an innovative Bangladesh, underlining the necessity of fostering a knowledge-driven society. This concept has received endorsement from policymakers, economists, industry leaders, and educators, all of whom anticipate significant economic growth and an enhancement in living standards if Bangladesh embraces this forward-thinking path. However, despite this consensus, a clear strategic framework has yet to materialize.

On the educational front, progress appears limited; we continue to adhere to an antiquated higher education system entrenched in the early 1900s, purportedly relevant for the demands of the 21st century. The ambition to build an innovative Bangladesh depends on the potential of our youth, who possess the ability to translate this vision into tangible results. Understanding the current global landscape is crucial, especially regarding economic and technological shifts. Rapid advancements in technologies like AI, Machine Learning, IoTs, 3D Printing, and blockchain are reshaping industries and services, driving automation and connectivity.

This innovation is altering job landscape, with a focus on sustainability and circular economy principles gaining traction worldwide. Financial technology is also disrupting traditional sectors, offering efficient solutions like digital payments and cryptocurrencies. Overall, these developments signal a transformative era with significant implications for businesses and societies worldwide. The new economic landscape, marked by industrial automation, the expanding use of blockchain, and technology-driven services, increasingly

demands advanced cognitive skills. This highlights the urgent need for graduates to develop key skills such as critical thinking, problem-solving, creativity, lifelong learning, entrepreneurship, and effective machine-human interaction. Currently, universities in Bangladesh do not offer courses on entrepreneurship in engineering and many non-engineering programs, which are now essential. Furthermore, except for the CSE program, there are no courses on machine learning and artificial intelligence in engineering, business, and economics programs.

Nurturing a generation prepared for the dynamic job market requires more than theoretical and technical knowledge—it demands adaptability. Yet, achieving this poses a significant challenge for nations aiming to cultivate innovation. In higher education, reform is essential not only for engineering but also across disciplines and teaching pedagogy. A critical evaluation of current curricula and teaching approaches is needed, including potential replacements or supplements to traditional lectures. Moreover, identifying discipline-specific alternative teaching methods is crucial.

Given the constraints of this discussion, I will not delve into a detailed analysis. Instead, I will briefly address these issues and explore ways to integrate essential skills into the curriculum. The issues must be tackled with prudence and contextual understanding; otherwise, we cannot create the Bangladesh of our dreams. Our educators should heed the wisdom of the old Chinese proverb: “I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” Today's students, especially those in engineering, have far too few opportunities for discovery-oriented, interactive, active participatory, and collaborative learning experiences. A pertinent question might be: how can we incorporate the skills into course content? The answer is that it is indeed possible. Our academicians already know how to integrate graduate attributes such as application, analysis, synthesis, and complex problem-solving into their courses. The literature discusses various methods for embedding skills into the curricula of engineering as well as non-engineering programs. When it comes to instilling the skills in students, the ineffectiveness of traditional teaching methods becomes apparent, underscoring the need for alternative teaching approaches .

Learning Pyramide of William Glasser

The prevalent use of traditional lecture methods, exemplified by the Chalk & Duster approach, is the bane of true learning, especially in observation-based, hands-on fields like engineering. The lecture-dominated system encourages a passive learning environment, a highly compart mentalized (lecture-sized) curriculum, and instills neither the motivation nor the skills for life-long learning. In contrast, engineering education abroad increasingly adopts active learning methods, emphasizing skill acquisition and collaborative teamwork over passive classroom instruction.

There are many innovative methods proposed by education researchers, but the practicality of implementation is crucial. In the context of the Bangladesh teacher community, where tradition breeds hesitance towards embracing academic change, it is more prudent to advocate for approaches that teachers can seamlessly integrate without facing significant hurdles. The approaches like Flipped Classroom Learning, Problem-Based

Learning (PBL), Project-Based Learning, and Experiential Learning are highlighted as promising avenues worth exploring for teaching and learning. Each method has its unique strengths and challenges, making them suitable for different educational contexts and learning objectives.

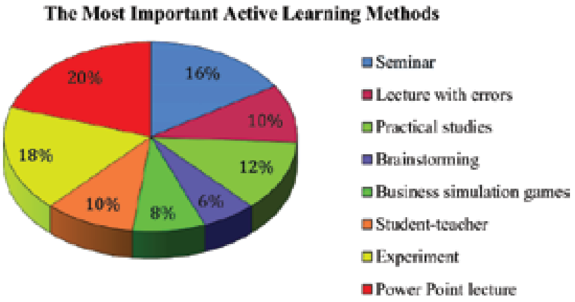

Flipped classroom learning is an instructional strategy where traditional lecture content is delivered outside of class, often through videos or reading materials, allowing in-class time to be used for interactive, hands-on activities. This approach encourages active learning, deeper understanding, and the application of knowledge through discussions, problem-solving, and collaborative projects. By shifting the focus from passive listening to active participation, students develop critical thinking and practical skills more effectively. Flipped classrooms are effective in many fields, including math, computer science, engineering, and natural sciences. They also work well in healthcare education, such as nursing, pharmacy, and physical therapy. Business departments gain from flipped classrooms for case studies and group projects.

PBL is an instructional approach where students tackle real-world challenges collaboratively instead of attending traditional lectures. They identify what they need to learn to solve a problem, research, and apply their knowledge to find solutions. This method promotes critical thinking, problem-solving, self-directed learning, and teamwork. By connecting learning to real-life situations, PBL enhances understanding and knowledge retention. It is widely adopted in fields like medicine, health sciences, engineering, and law, relying on well-designed problems, skilled facilitation, and strong student support for success. Project-Based Learning emphasises hands-on learning, critical thinking, problem-solving, and collaboration skills. Students often have autonomy in selecting and designing their projects, which promotes intrinsic motivation and ownership of learning. This approach encourages deeper understanding of content and fosters skills that are essential for success in the modern workforce, such as communication, creativity, and project management. In many programs, this teaching method is used. The Architectural and interior design programs use Project-Based Learning for studio projects, where students create designs, models, and presentations for real-world clients or scenarios. Instead of traditional classroom instruction, Experiential Learning engages students in real-world activities, projects, internships, or simulations to acquire knowledge and skills. Experiential learning encourages active participation, critical reflection, and problem-solving, allowing students to apply theoretical concepts to practical situations. Most of the programs including Fine Arts and Performing Arts are conducive to experiential learning due to their practical nature and focus on real-world application.

To foster a innovative Bangladesh and cultivate a sustainable economy, Bangladesh requires a generation of innovative youth. This calls for universities to reassess their old curricula and embrace alternative, innovative teaching methods where appropriate. Faculty members must receive training to adapt to evolving technology and educational trends. I trust that policymakers, economists, sociologists, industry leaders, university authorities, the UGC, and educators will collaborate to develop a strategy for higher education and learning pedagogy. I eagerly anticipate seeing positive changes in the education landscape soon. ■

আইইবি
বার্তা
ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজ-১৯

আইইবি সদর দফতর

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), এফ/০৩১৯৮
প্রেসিডেন্ট, আইইবি

প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/০৩০৩০
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি

প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, এফ/০৩৭০৬
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(এইচআরডি), আইইবি

প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, এফ/০৬৪৫০
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি

প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), এফ/০৮৬৫০
ভাইস-প্রেসিডেন্ট
(প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ/০৮৯৬০
সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি

প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, এফ/০৯৭৯৭
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি

প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, এফ/১৪১৪৪
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(এইচআরডি), আইইবি

প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, এফ/১৪১৪১
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(এস এন্ড ডব্লিউ), আইইবি

প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, এফ/১৪১৪০
সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক
(প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি

EXECUTIVE OFFICE BEARERS

Engr. Mohammad Reazul Islam (Rezu), F/3198
President
Engr. Khan Manjur Morshed, F/3030
Vice-President (Academic & International)
Engr. Shaikh Al Amin, F/3706
Vice-President (Human Resources Development)
Engr. Niaz Uddin Bhuiyan, F/6450
Vice-President (Services & Welfare)
Engr. A. T. M. Tanbir-ul Hasan (Tamal), F/8650
Vice-President (Administration & Finance)
Prof. Dr. Engr. Md. Sabbir Mostafa Khan, F/8960
Honorary General Secretary
Engr. Mohammad Mahbub Alam, F/9797
Honorary Asstt. General Secretary
(Academic & International)
Engr. Md. Noor Amin, F/14144
Honorary Asstt. General Secretary
(Human Resources Development)
Engr. Sabbir Ahmed Osmani, F/14141
Honorary Asstt. General Secretary
(Services & Welfare)
Engr. Muhammad Ahsanul Rasel, F/14140
Honorary Asstt. General Secretary
(Administration & Finance)

ENGINEERING DIVISION

Civil Engineering Division

Engr. Muhammad Shafiqul Islam (Khoka), F/10820
Chairman
Engr. Md. Aynul Kabir, F/9861
Vice-Chairman
Engr. Md. Nesar Uddin, M/23278
Secretary

Mechanical Engineering Division

Dr. Engr. Mohammad Ali, F/7759
Chairman
Engr. Md. Kamal Hossaine, F/10023
Vice-Chairman
Engr. Muhammad Kamrul Hasan Khan, M/30888
Secretary

Electrical Engineering Division

Engr. Motahar Hossain, F/5819
Chairman
Engr. Mohammad Monirul Mowla, F/8552
Vice-Chairman
Engr. Umasha Umayun Moni Chowdhury, M/23461
Secretary

Chemical Engineering Division

Prof. Dr. Engr. Salma Akhter, F/9418
Chairman
Engr. Md. Idris Ali, F/8520
Vice-Chairman
Engr. Md. Shawkat Ferdous, M/25294
Secretary

Agricultural Engineering Division

Engr. Golam Mowla, F/6631
Chairman
Engr. Mohammad Sarwer Mawla, F/13027
Vice-Chairman
Engr. Md. Belal Siddiqui, M/29196
Secretary

Textile Engineering Division

Engr. Mohiuddin Ahmed (Selim), F/6575
Chairman
Engr. Md. Sayedur Rahman, F/10070
Vice-Chairman
Engr. Md. Mustafa-E-Zaman, F/11841
Secretary

Computer Engineering Division

Engr. Md. Shaheen Howlader, F/12185
Chairman
Engr. Mohammad Mayeen Uddin, F/11872
Vice-Chairman
Engr. Mohammad Abul Kashem, M/24571
Secretary

ENGINEERS CHAPTER

Young Engineers Chapter

Engr. Md. Tofazzal Hossain, M/39122
Chairman

Engr. Md. Anowar Hossain, M/42311
Vice-Chairman
Engr. Shafiul Azam, M/36129
Secretary

Women Engineers Chapter

Engr. Shahanaz Sharmin, F/14277
Chairman
Engr. Dilruba Farzana,F/14312
Vice-Chairman
Engr. Israt Jahan, F/14303
Secretary

CENTRE

Dhaka Centre

Engr. Md. Helal Uddin Talukder, F/7775
Chairman
Engr. Abdullah Al Mamun, M/32032
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Kamrul Hasan, F/11806
Vice-Chairman (Administration P&SW)
Engr. K. M. Asaduzzaman, F/11500
Honorary Secretary

Central Council Member

Engr. Md. Abdul Halim Miah, F/4945
Engr. Shafiqul Islam Khan, F/5765
Engr. Alamgir Hasin Ahmed, F/6061
Engr. A. K. M. Zahirul Islam, F/6185
Engr. Md. Ruhul Alam, F/6594
Engr. Md. Abul Hashem, F/8936
Engr. Md. Nazmul Huda Khandaker, F/8978
Engr. Sumayel Md. Mallik, F/9102
Engr. Muhammad Abu Hossen (Hitlu), F/10800
Engr. Md. Anisur Rahman Murad, F/10926
Engr. Shamim Rabbi Sonchoy, F/11003
Engr. Bashir Ahammed, F/11084
Engr. Biju Barua, F/11110
Engr. Md. Al-Mamun Gazi, Peng., F/13699
Engr. Md. Mahabbot Hossain, F/13788
Engr. Mohammad Shahadat Hossain Sarker, M/20986
Engr. Mohammad Osman Gani, M/25277
Engr. Md. Nazmul Hossain, M/28783
Engr. K. M. Farzadul Islam, F/14142
Engr. Shejan Ahmad, M/32667
Engr. Rabeul Alam Uzzal, F/14214
Engr. S. M. Faisal Mahmud, M/33523
Engr. Golam Rahman, F/14200
Engr. Md. Jahurul Islam, M/42775
Engr. Md. Atikur Rahman, F/7703
Engr. Md. Rezaul Karim, F/14344
Dr. Engr. Md. Fakhrul Islam, F/7847

Chattogram Centre

Engr. Manzarey Khorshed Alam,F/3094
Chairman
Engr. Md. Shakhawat Hossain, F/6373
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Rafiqul Islam, F/6781
Vice-Chairman (Administration P&SW)
Engr. Khan Md. Aminur Rahman, F/12687
Honorary Secretary

Central Council Member

Engr. Mominul Haque, F/5481
Engr. Md. Nurul Alam, F/5783
Engr. Md. Kamal Uddin Ahmed, F/6252
Engr. Golam Kibria Md. Riad, F/6439
Engr. Md. Dulal Hossain, F/8800

Khulna Centre

Dr. Engr. Khandkar Aftab Hossain, F/5079
Chairman
Dr. Engr. Md. Rezaul Karim, F/4940
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Dr. Engr. M. M. A. Hashem, F/6343
Vice-Chairman (Administration P&SW),
Engr. Ariful Islam (Jewel), F/8150
Honorary Secretary

Central Council Member

Prof. Dr. Engr. Mohammad Mashud, F/8509

Rajshahi Centre

Engr. Sardar Anisur Rahman Rana, F/4520
Chairman
Engr. Md. Abdur Rashid, F/7464
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Monirujjaman Monir, F/10245
Vice-Chairman (Administration P&SW),
Engr. Md. Rabiul Islam Sarker, /21545
Honorary Secretary

Central Council Member

Dr. Engr. Md. Niamul Bari, F/8908

Cumilla Centre
Engr. Md. Abdur Razzak, F/5157
Chairman
Engr. Muhammad Shafiul Alam, F/9393
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Ashraf Jamil, F/11610
Vice-Chairman (Administration P&SW),
Engr. Mohammad Sayedur Rahman, F/14324
Honorary Secretary

Central Council Member
Engr. Shakil Md. Nahid, M/29077

Sylhet Centre
Engr. Md. Jaynal Islam Chowdhury, F/10953
Chairman
Engr. Monzur Ahmad Chowdhury, F/10384
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Nur Azizur Rahman, F/8471
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Md. Sarwar Jahan Mahmud, M/18811
Honorary Secretary

Central Council Member
Engr. Md. Abdur Rahim, M/32268

Barishal Centre
Engr. Masud Khan, F/9926
Chairman
Engr. Md. Shamsher Ali Miah, F/13021
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Chanchal Kumar Mistry, F/9046
Vice-Chairman (Administration,
Engr. Mohammad Atikul Islam, F/12043
Honorary Secretary

Mymensingh Centre
Engr. Md. Abdul Awal, F/14153
Chairman
Engr. A. H. M. Rashed, F/10302
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. A. K. M. Josim Uddin, F/12258
Vice-Chairman (Administration, P&SW),
Engr. Md. Tohidul Islam, F/14043
Honorary Secretary

Central Council Member
Engr. Md. Rashedul Alam, F/10036

Rangpur Centre
Engr. Md. Suruz Mia, F/8754
Chairman
Engr. Md. Mahbubar Rahman, F/5614
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Asraful Islam Mondul, F/14474
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Md. Shakiul Alam, M/22506
Honorary Secretary

Bogura Centre
Engr. A.F.M. Abdul Matin, F/2240
Chairman
Engr. Md. Abu Rayhan, F/14154
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Syed Iftekhar Hossain, F/4776
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Md. Ariful Islam, M/27390
Honorary Secretary

Central Council Member
Engr. Md. Jahangir Alam, F/13672

Narayangonj Centre
Engr. A.K.M. Mostafizur Rahman, F/6579
Chairman
Engr. A. K. M. Manzur Kadir, F/6317
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Gazi Md. Al Aminul Islam, F/12847
Vice-Chairman (Admin. P & SW)
Engr. Tazul Islam, F/12481
Honorary Secretary

Rangadia Centre
Engr. Md. Abdullah Faruque, F/9476
Chairman
Engr. Md. Shajahan Kabir, F/12248
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Chowdhury Mosakh Kharun Nabi,
F/6443
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Mohammad Musa, M/23021
Honorary Secretary

Jashore Centre
Engr. Md. Shahidul Alam, F/6490
Chairman

Engr. S. M. Moazzem Hossain, F/12635
Honorary Secretary

Central Council Member
Engr. Mohammad Rashek Khan, F/9500

Ashugonj Centre
Engr. Md. Anwar Hossain, F/8019
Chairman
Engr. Sheikh Md. Ali Asraf, F/12557
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Imran Hossain, F/8074
Vice-Chairman (Administration, P&SW)
Engr. Md. Abdul Momin Talukdar, F/14256
Honorary Secretary

Dinajpur Centre
Engr. Md. Mahbubul Alam Khan, F/10704
Chairman
Engr. Abu Ahmed Zafrullah, F/4370
Vice-Chairman (Academic & HRD)
Engr. Md. Murad Hossen, F/13455
Vice-Chairman (Admin. P&SW)
Engr. Md. Masudur Rahman, M/25421
Honorary Secretary

SUB-CENTRE

Pabna Sub- Centre
Engr. Sudhangshu Kumar Sarker, F/14212
Chairman
Engr. Md. Hafizur Rahman, F/10469
Vice-Chairman

Kustia Sub- Centre
Engr. Md. Rabiul Islam, F/13500
Chairman
Engr. Zaman-E-Shabnam, M/17637

Patuakhali Sub- Centre
Engr. Mohammad Shahidul Islam, F/15948
Chairman
Engr. Md. Hossain Ali Mir,F/15493

Cox`S Bazar Sub- Centre
Engr. Md. Zahangir Alam, M/22184
Chairman
Engr. Romel Barua, M/25365

Feni Sub- Centre
Engr. Kazi Abul Hashem, F/14290
Chairman
Engr. Mohammad Aktarojjaman, M/19898
Vice-Chairman

Noakhali Sub-Centre
Engr. Jamal Hossain, F/8028
Chairman
Engr. Shaikh Firoj Kabir, F/7380
Vice-Chairman

Brammanbaria Sub- Centre
Engr. Md. Faruque Hossain, F/9232
Chairman
Engr. M.K. Masuk, F/8324
Vice-Chairman

Chapai Nawabgonj Sub-Centre
Engr. Md. Anwar Hussain, F/14106
Chairman
Engr. Md. Al Mamunur Rashid, M/25317
Vice-Chairman

Natore Sub-Centre
Engr. Md. Rezaur Rahman, M/20269
Chairman
Engr. Amit Kumar Dev, F/15465
Vice-Chairman

Tarakandi-Sub-Centre
Engr. Md. Afaz Uddin, F/9269
Vice-Chairman

Barapukuria Sub-Centre
Engr. Md. Shaiful Islam Sarkar, F/8756
Vice-Chairman

Extra-Ordinary General Meeting (EOGM)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সদস্যদের দ্বারা আহ্বানকৃত Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) ২৪ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫:১৫ মিনিটে আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/৩০৩০, প্রাক্তন সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, এফ/৬০৬১, মহাসচিব এ্যাব এবং অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ/৮৯৬০, অধ্যাপক, ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট। Extra-Ordinary General Meeting (EOGM)-এ ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৮০০ এর অধিক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রকৌশলীদের মধ্যে হতে ৪০ জন প্রকৌশলী বক্তব্য রাখেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আইইবি'র কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হয় ঃ

আইইবি সদর দফতরের কমিটি ঃ

প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), এফ/৩১৯৮, প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, এফ/৩০৩০, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, এফ/৩৭০৬, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, এফ/৬৪৫০, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), এফ/৮৬৫০, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, এফ/৮৯৬০, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, এফ/৯৭৯৭, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, এফ/১৪১৪৪, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, এফ/১৪১৪১, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, এফ/১৪১৪০, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ)।

আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কমিটি ঃ

প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, এফ/৭৭৭৫, চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, এম/৩২০৩২, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, এফ/১১৮০৬, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, এফ/১১৫০০, সম্মানী সম্পাদক।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কুমিল্লা কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে কুমিল্লা কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের এক মতবিনিময় সভা ০৯ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি. শনিবার সকাল ১০:৩০ মিনিটে আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. আবদুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র। সভায় আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ সহ আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে German Agency for International Cooperation (GIZ)- এর মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে German Agency for International Cooperation (GIZ)-এর প্রতিনিধিদলের মতবিনিময় সভা ১১ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি., সোমবার, দুপুর ০১:০০ টায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

German Agency for International Cooperation (GIZ)-এর প্রতিনিধিদলের পক্ষে সভায় বক্তব্য রাখেন Mr. Tobias Kienlein, Independent Consultant, GIZ. সভায় প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি সহ আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি এবং আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বগুড়া কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বগুড়া কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ১৬ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি. শনিবার দুপুর ২.০০ টায় আইইবি বগুড়া কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী মো. নুর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী এ এফ এম আব্দুল মতিন, চেয়ারম্যান, আইইবি বগুড়া কেন্দ্র। উক্ত সভায় আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ সহ আইইবি বগুড়া কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ২৩ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি. শনিবার দুপুর ৩:০০ টায় আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি। প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সরদার আনিসুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, আইইবি রাজশাহী কেন্দ্র। উক্ত সভায় আইইবি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেতৃবৃন্দ ও আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দ সহ আইইবি রাজশাহী কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৪ পালন

১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) এর নেতৃত্বে শনিবার সকালে রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধে এবং ঢাকার মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে আইইবির নেতৃবৃন্দ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে দোয়া-মাহফিল

১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর মসজিদে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া,

ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ। দোয়া পরিচালনা করেন আইইবি'র পেশ ইমাম মুফতি মো. সাইফুল ইসলাম।

মহান বিজয় দিবস-২০২৪ উদযাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)-এর নেতৃত্বে সোমবার সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে আইইবির নেতৃবৃন্দ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)-এর মা মিসেস আমেনা খাতুন এর স্মরণে দোয়া-মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)-এর মমতাময়ী মাতা মিসেস আমেনা খাতুন ০৩ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. রোজ শুক্রবার বেলা ২:০০ টার সময় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আইইবি'র প্রেসিডেন্ট এর মায়ের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় ১২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. রোজ রবিবার বাদ মাগরিব আইইবি মসজিদে দোয়া-মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ

উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ। দোয়া পরিচালনা করেন আইইবি'র পেশ ইমাম মুফতি মো. সাইফুল ইসলাম।

শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫

শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি ঢাকার যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ডাবল ও সিঙ্গেল দুইটি ইভেন্টে আয়োজন করা হয়। ডাবলে মোট ৪৪টি টিম এবং সিঙ্গেলে ৩৬টি টিম অংশগ্রহণ করেন। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ১২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. উদ্বোধন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন, জনাব আমিনুল হক, আহ্বায়ক, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি ও সাবেক অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, মহাসচিব, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এ্যাব। উদ্বোধনী বক্তা ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। শুভেচ্ছা বক্তা ছিলেন, প্রকৌশলী খান আতাউর রহমান সান্টু, নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টার, ঢাকা। সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র। সঞ্চালক ছিলেন, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল), ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আবদুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট), আইইবি ঢাকা কেন্দ্র।

ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ডাবল ও সিঙ্গেলের ১ম পর্বের খেলা ১২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. শুরু হয় এবং ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. শেষ হয়। নকআউট রাউন্ড ২০ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি., কুয়াটার ফাইনাল ২১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি., সেমিফাইনাল ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ২২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়। ডাবলে প্রকৌশলী মো. আরমানুল কবির ও প্রকৌশলী তারিকুল ইসলাম (টিটু) এবং প্রকৌশলী মীর এনায়েত হোসেন ও প্রকৌশলী মো. এস. দৌলতানা (আরজু) সেমিফাইনাল খেলায় জয় লাভ করেন। সিঙ্গেলে প্রকৌশলী রুবায়েত আহমেদ উৎস এবং প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আস সুহায়িল সেমিফাইনাল খেলায় জয় লাভ করেন। ফাইনাল খেলা ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল খেলায় ডাবলে প্রকৌশলী মীর এনায়েত হোসেন ও প্রকৌশলী মো. এস. দৌলতানা (আরজু) এবং সিঙ্গেলে প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আস সুহায়িল জয় লাভ করেন।

শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫ 'পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ড. প্রকৌশলী

মাহমুদুর রহমান, সাবেক জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ও সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ। বিশেষ অতিথিবৃন্দ ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, মহাসচিব, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এ্যাব, প্রকৌশলী আশরাফ উদ্দিন বকুল, সিনিয়র সহ-সভাপতি, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ- এ্যাব, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)।

সভাপতি করেন, প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র। সঞ্চালক ছিলেন, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী খান আতাউর রহমান সান্টু, নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টার, ঢাকা, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল), ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি ঢাকা কেন্দ্র। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

'জনবান্ধব জনপ্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর 'সার্ভিসেস এন্ড ওয়েলফেয়ার' কমিটির উদ্যোগে 'জনবান্ধব জনপ্রশাসন' শীর্ষক সেমিনার ১২ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. রোজ রবিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মো. মঞ্জুরুল আলম, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী, বিউবো।

সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি), আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, সেমিনারে বিভিন্ন প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত প্রকৌশলীরা অংশগ্রহণ করেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দিনাজপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ও দোয়া মাহফিল

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দিনাজপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ও দোয়া মাহফিল ১৩ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. সোমবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে কনভারেন্স রুম, সড়ক ভবন, দিনাজপুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আইইবি'র মাননীয় প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মো. রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)'র মমতাময়ী আম্মার আত্মার মাগফিরাত কামনা দোয়া করা হয়। উক্ত মতবিনিময় ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন, দিনাজপুর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান,

প্রকৌশলী মো. মাহবুবুল আলম খান। অনুষ্ঠানে স্বগত বক্তব্য রাখেন, অত্র কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও দিনাজপুর এলজিডির নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকৌশলী মো. মাসুদুর রহমান

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, দিনাজপুর কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী আবু আহমেদ জাফুরুল্লাহ, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মনসুরুল আজিম। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. ফারুক আহমেদ, প্রকৌশলী মো. সফিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. নুরুল ইসলাম তুষার, প্রকৌশলী মো. রইস উদ্দিন মিঞা, প্রকৌশলী মো. সাদেকুল ইসলাম, প্রকৌশলী ফিরোজ আহমেদ, প্রকৌশলী মো. সৈকল আলী, প্রকৌশলী মো. জাবেদ আলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে নাটোর উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে নাটোর উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. মঙ্গলবার নাটোর উপকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. রেজাউর রহমান, চেয়ারম্যান, নাটোর উপকেন্দ্র। এছাড়াও নাটোর উপকেন্দ্রের প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ঈশ্বরদীতে অবস্থানরত প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ঈশ্বরদীতে অবস্থানরত প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬.২০ মিনিট বাংলাদেশ সুগারক্রম রিসোর্স ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদীতে অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী মো. হাসতম আলী, প্রধান সুপারিনটেনডেন্ট, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান। এছাড়াও ঈশ্বরদীতে অবস্থানরত প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ঝালকাঠি'র প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ঝালকাঠি জেলার প্রকৌশলীদের সাথে মতবিনিময় সভা ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. মঙ্গলবার দুপুর ১২:০০ টায় ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঝালকাঠি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী রাসেল খান, প্রকৌশলী আলতাফ গওহার চৌধুরী, প্রকৌশলী শিপলু কর্মকার, প্রকৌশলী একেএম নিলয় পাশা, প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর কাজি, প্রকৌশলী জহিরুল ইসলাম হিরা, প্রকৌশলী মো. খায়রুল ইসলাম, প্রকৌশলী উত্তম হালদার, প্রকৌশলী জুলিয়া সুলতানা, প্রকৌশলী মো. নুরুল কবির সহ ঝালকাঠি জেলায় অবস্থানরত প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পটুয়াখালী প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পটুয়াখালী প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. মঙ্গলবার দুপুর ৩:৩০ মিনিট পটুয়াখালীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. শহিদুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ওজোপাডিকো, পটুয়াখালী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী জেলায় অবস্থানরত প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পায়রা বন্দরে অবস্থানরত প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পায়রা বন্দরে অবস্থানরত প্রকৌশলীদের 'আইইবি পায়রা কেন্দ্র' গঠনের বিষয়ে মতবিনিময় সভা ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। এছাড়াও পায়রা বন্দরের প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ভোলা উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ভোলা উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. রোজ বুধবার ভোলায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও অন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, ভোলা উপ-কেন্দ্রের প্রকৌশলীসহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বরিশাল কেন্দ্রের প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

কৃত্য পেশাভিত্তিক মন্ত্রণালয়, মন্ত্রীই হবেন মন্ত্রণালয়ের কার্যকরী প্রধান, সকল প্রকৌশল সংস্থা অধিদপ্তরকে ক্যাডারভুক্তকরণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো প্রবর্তনের দাবীতে বরিশাল কেন্দ্রের সাথে আইইবি'র মতবিনিময় সভা। ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. রোজ বুধবার বিকেলে বরিশালের সড়ক ও জনপথ বিভাগের অফিসে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ। সড়ক ও জনপদের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মাসুদ খানের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আইইবির ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (অর্থ ও প্রশাসন) প্রকৌশলী এটিএম তানবীর-উল হাসান (তমাল), এইচএজিএস (অর্থ ও প্রশাসন) প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, এইচএজিএস (এস এন্ড ডব্লিউ) প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান চুন্নু।

প্রকৌশলী শমসের আলী লিটুর সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আতিকুল ইসলাম, গণপূর্ত বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী ফয়সাল আলম, প্রকৌশলী তওহিদ, কৃষি ইঞ্জিনিয়ার চঞ্চল কুমার মিস্ত্রী, বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী রুহুল আমিনসহ অনেক নেতৃবৃন্দ। সভায় বরিশালের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রকৌশলীরা উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এলজিইডির প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা

জনমুখী, জবাবদিহিতামূলক, দক্ষ জনপ্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনে পাঠানো আইইবির প্রস্তাবনাসমূহ নিয়ে আইইবি'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এলজিইডির প্রকৌশলীদের মতবিনিময় সভা ০৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. রবিবার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট

(একাডেমিক ও অন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান চুন্নু, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী সরদার আনিসুর রহমান রানা, চেয়ারম্যান, রাজশাহী কেন্দ্র, আইইবি।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী আশরাফ উদ্দিন বকুল, প্রকৌশলী শামীম রাব্বি সঞ্চয়, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন, প্রকৌশলী মঞ্জুর উল আলম, প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল, প্রকৌশলী ফাহিম, প্রকৌশলী সিজান সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীগণ।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. পালিত হয়। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আইইবি'র সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ঢাকা ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ র‍্যালি নিয়ে শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা করেন।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা কেন্দ্রের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র সম্মানিত সিনিয়র প্রকৌশলীদের 'Get Together-2025'

আইইবি'র সম্মানিত সিনিয়র প্রকৌশলীদের 'Get Together-2025' ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার রাজউক রেস্ট হাউজ পূর্বাচলে অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র প্রকৌশলীদের মিলনমেলা উপলক্ষে সিনিয়র প্রকৌশলী এবং তাঁদের সহধর্মিণীদের জন্য খেলার আয়োজন করা হয়। সিনিয়র প্রকৌশলীদের জন্য গোল পোস্টে পেনাল্টি এবং সহধর্মিণীদের জন্য পিলো পাস খেলার আয়োজন করা হয়।

সিনিয়র প্রকৌশলীদের গোল পোস্টে পেনাল্টি খেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেন প্রকৌশলী প্রভাশ চন্দ্র রয়, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন প্রকৌশলী মো. নজরুল ইসলাম এবং তৃতীয় স্থান অর্জন প্রকৌশলী মো. নুরুজ্জামান মিয়া। সিনিয়র প্রকৌশলীদের সহধর্মিণীদের পিলো পাস খেলায় প্রথম স্থান অর্জন করেন প্রকৌশলী মো. আখতারুল ইসলামের সহধর্মিণী নিশাত সুলতানা, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন প্রকৌশলী মো. শাহিদুল ইসলামের সহধর্মিণী কানিজ ফাতেমা এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেন প্রকৌশলী মো. গোলাম কিবরিয়ার সহধর্মিণী নাজনিন কিবরিয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে সিনিয়র প্রকৌশলী ও তাঁদের সহধর্মিণীদের জন্য সকালের নাস্তা,

দুপুরের খাবার এবং বিকেলে পিঠা, চটপটিসহ সার্বক্ষণিক চা ও কফির ব্যবস্থা করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্রসহ সিনিয়ার প্রকৌশলীদের 'Get Together-2025' আয়োজন উপলক্ষে গঠিত সকল কমিটির নেতৃবৃন্দগণ।

'Loophole Urban Infrastructure Development Projects of Bangladesh, eyas of an Expatriate Bangladeshi Engineer' শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে 'Loophole Urban Infrastructure Development Projects of Bangladesh, eyas of an Expatriate Bangladeshi Engineer' শীর্ষক সেমিনার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. রোজ সোমবার বিকাল ৫:০০ টায় আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকায় সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন দৈনিক আমার দেশ এর সম্পাদক, ড. প্রকৌশলী মাহমুদুর রহমান। তিনি বলেন, 'ইঞ্জিনিয়াররা ভালো ডিজাইনার এবং সৃজনশীল কিন্তু তাঁরা তাঁদের প্রতিভা প্রকাশ করতে পারে না আমলাতান্ত্রিক জটিলতার জন্য। এর জন্য দরকার গুড গভর্নেন্স।'

সেমিনারের সভাপতি আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) বলেন, যাদের ঢাকা শহরে এক বা একাধিক প্লট বা ফ্ল্যাট রয়েছে তারাই শুধু পূর্বাচল নতুন প্রকল্পে প্লট পাচ্ছে। এর জন্য পূর্বাচলে বসতি গড়ে উঠছে না। উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী শহীদুল হক পিইঞ্জ., আরবান ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ড্রেনেজ বিশেষজ্ঞ (আন্টারিও কানাডা)। সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি), আইইবি।

স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. রেজাউল করিম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন পিইঞ্জ., উপাচার্য, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সেমিনারে সম্মানিত আলোচক এনডিসি, ঢাকা উত্তর সিটি কারপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব আবু সাঈদ মো. কামরুজ্জামান বলেন, অতি দ্রুততার সঙ্গে তড়িঘড়ি করে প্ল্যান পাশের তাগিদ দেয়ার ফলে প্ল্যান যাচাই-বাছাই না করেই প্ল্যান বাস্তবায়ন শুরু হয়ে যায়। যার দরুন প্ল্যানে ত্রুটি থেকে যায়। উক্ত সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

'Developing Integrated Multimodal Transport Infrastructure : A Strategic Path to Reform' শীর্ষক সেমিনার ও মুক্ত আলোচনা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে 'Developing Integrated Multimodal Transport Infrastructure : A Strategic Path to Reform' শীর্ষক সেমিনার ও মুক্ত আলোচনা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬:৩০ মিনিট আইইবি

সদর দফতর, রমনা, ঢাকায় সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, মাননীয় উপদেষ্টা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় তাঁর বক্তব্যে বলেন, অপচয় ও দুর্নীতির সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হতে হবে। অধিকাংশ প্রকল্পে অপ্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়। এমন কোনো দিন নেই চার, পাঁচটা ভূমি অধিগ্রহণের ফাইল স্বাক্ষর করতে হয় না। অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক দীনতা ও স্তুতির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক অধ্যাপক. ড. এম. শামসুল হক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট তাঁর বক্তব্যে বলেন, উন্নয়ন হবে সমন্বিত। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করতে সড়ক, রেল, নদী, বিমানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে একটি 'সুপার মিনিস্ট্রি'র অধীনে আনতে হবে। কারিগরি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার প্রধানের দায়িত্বে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ও সংশ্লিষ্ট পেশায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বিদেশী বিশেষজ্ঞ নয়, ধার করা জ্ঞানে নয়, নিজেদের জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় আমাদের এগুতে হবে। অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে প্ল্যানিং কমিশনের আমূল সংস্কার করতে হবে। তিনি ঢাকার সিটি করপোরেশনদ্বয় একীভূত করে একটি 'মেট্রোপলিটন গভর্মেন্ট' রুপান্তর করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে জনগণের মতামত নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দেন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ডা. জাহেদ উর রহমান, রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও সদস্য, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন তাঁর বক্তব্যে বলেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উপর জোর দিতে হবে এবং অধ্যাপক ড. এ. বি. এম. বদরুজ্জামান, উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) তাঁর বক্তব্যে বলেন, শুধুমাত্র আমলাদের পদায়নের জন্য নতুন নতুন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা তৈরি থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একা. ও আন্ত.), আইইবি। সেমিনারের সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা যদি যোগ্যতা অর্জন করি তবে আমাদের কাজ আমরা অবশ্যই করতে পারবো। সংস্কার বিষয়ে স্টেক হোল্ডার হিসেবে জনগণের মতামত নিতে হবে। দেশের উপযোগি সংস্কার করতে হবে। যেকোনো সংস্কারের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা ও সুচিন্তা সবার আগে প্রয়োজন। সেমিনার সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী তানভীর মঞ্জুর, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। সেমিনারে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সদস্য-সচিব, সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটি এবং সেমিনারে কারিগরি মুখবন্ধ উপস্থাপনায় ছিলেন প্রকৌশলী আশিক কাদির, প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নির্বাহী প্রকৌশলী), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। উক্ত সেমিনারে আরো উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

৬৪৬তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬৪৬তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা ০১ মার্চ ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার সকাল ১১:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ

উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলেরর সদস্যবৃন্দ।

কুয়েটে ভিসি, শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরীর প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উদ্যোগে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এর বর্তমান ভিসি সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের উপর হামলা ও ক্যাম্পাসে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরী করার প্রতিবাদে ১ মার্চ ২০২৫ খ্রি. শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দুপুর ২:০০ ঘটিকায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি।

সমাবেশে বক্তারা ভিসির উপর কিছু বিপথগামী শিক্ষার্থীর ন্যাক্কারজনক হামলা ও বাসভবনে তালা লাগিয়ে দেওয়া এবং শিক্ষকদের অপমান-অপদস্থ করার প্রতিবাদ করেন এবং ভিসি বিরোধী যে ষড়যন্ত্র চলছে তার প্রতিবাদ করেন। বহিরাগত কর্তৃক শিক্ষার্থীদের উপর হামলায় আহত শিক্ষার্থীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং পূর্ণতদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার জন্য কুয়েট প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, কুমিল্লা কেন্দ্র, আইইবি, ইঞ্জিনিয়ার মহীউদ্দীন আহমেদ সেলিম, ইঞ্জি. মোতাহার হোসেন, ইঞ্জি. জহিরুল ইসলাম, ইঞ্জি. মোস্তফা-ই-জামান সেলিম, ইঞ্জি. রুহুল আলম, ইঞ্জি. আবুল হাশেম, ইঞ্জি. শামীম রাব্বি সঞ্চয়, ইঞ্জি. আবু হোসেন হিটলু, ইঞ্জি. বিজু বড়ুয়া, ইঞ্জি. আইয়ুব, ইঞ্জি. বিদ্যুৎ, ইঞ্জি. আল মামুন গাজী, ইঞ্জি. শাহীন হাওলাদার, ইঞ্জি, কামরুল হাসান খান সাইফুল, ইঞ্জি. এস. এম ফয়সাল মাহমুদ, ইঞ্জি. কাওসার সুমন, ইঞ্জি. নাজমুল হাসান, ইঞ্জি. ফারহান হাবিব, ইঞ্জি. সিরাজ, ইঞ্জি. আইয়ুব হোসেন, ইঞ্জি. তোফাজ্জল হোসেন সুজন, ইঞ্জি. জহিরুল ইসলাম জনি, ইঞ্জি. মর্তুজা, ইঞ্জি. উমাসা, ইঞ্জি. কামাল হোসাইন. ইঞ্জি. আবুল হাসনাত ফেরদৌস ইমন, ইঞ্জি. জাকির হোসেন. ইঞ্জি. শফিকুল ইসলাম খোকা, ইঞ্জি. আবুল হাসনাত বনি, ইঞ্জি. আমিনুর রহমান. ইঞ্জি. গাজী রাশেদ নয়ন, ইঞ্জি. আরিফ হোসেন, ইঞ্জি. বশির আহমেদ, ইঞ্জি. শফিউল আলম, ইঞ্জি. শিপলু, ইঞ্জি. আমিন, ইঞ্জি. মনসুর আহমেদ, ইঞ্জি. আরিফুর রহমান, ইঞ্জি. মিরন, ইঞ্জি. মইনুল ইসলাম, ইঞ্জি. ফিরোজ, ইঞ্জি. মাহাদী, ইঞ্জি. হানিফ, ইঞ্জি. আশিক, ইঞ্জি. গোলাম রহমান রাজিব, ইঞ্জি. মুক্তাদির বিল্লাহ। এছাড়াও মানববন্ধনে আইইবি'র বিভাগীয় প্রকৌশলীগণ সহ বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

৬৪৭তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬৪৭তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা ২১ মার্চ ২০২৫ খ্রি. রোজ শুক্রবার বিকাল ০৩:৩০ মিনিটে শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলেরর সদস্যবৃন্দ।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আইইবি'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি'র যৌথ উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আইইবি'র ইফতার ও দোয়া মাহফিল ২১ মার্চ ২০২৫ খ্রি. রোজ শুক্রবার, বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকায় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি তিনি উপস্থিত সকলকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বিগত সময়ে আইইবি'র পরিবেশ নষ্ট করেছিলেন স্বৈরাচারীরা। বর্তমানে আইইবি'র পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। দ্রুতই আইইবি'র পরিবেশ ফিরিয়ে এনে একটি গণতান্ত্রিক স্বচ্ছ নির্বাচন দেওয়া হবে। উক্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র।

দোয়া ও ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী খান আতাউর রহমান সান্টু, প্রকৌশলী আবদুল মাজিদ, ইআরসি।

আরো উপস্থিত ছিলেন, আইইবি'র সিভিল, মেকানিক্যাল ইলেক্ট্রিক্যাল, কেমিক্যাল টেক্সটাইল, এগ্রিকালচার, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন, ইয়াং ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যাপ্টার, আইইবি' কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন

বোর্ডসহ দেশের বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর ও প্রাইভেট সেক্টরের কর্মরত প্রায় ১৫০০ প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং যাঁরা আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়। এছাড়াও দেশের প্রকৌশলী সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণের মঙ্গল কামনায় দোয় করেন আইইবি'র পেশ ইমাম মুফতি মো. সাইফুল ইসলাম।

মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৫ উদযাপন

২৬ মার্চ ২০২৫ খ্রি. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)-এর নেতৃত্বে বুধবার সকালে আইইবি প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধে আইইবি'র নেতৃবৃন্দ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ আইইবি'র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের কৌশলীবৃন্দ।

বাংলা নববর্ষ–১৪৩২ বরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি. বাংলা নববর্ষ–১৪৩২ বঙ্গাব্দ বরণ অনুষ্ঠান নানান আয়োজনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ

সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ আইইবি'র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের কৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ৭ মে (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উপলক্ষে ০৬ মে ২০২৫খ্রি. মঙ্গলবার বিকাল ০৪:৩০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, কাউন্সিল হলে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে দেশের সকল পেশাজীবীদের আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানানো হয়।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) প্রেসিডেন্ট, আইইবি, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ আইইবি'র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ।

আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদযাপন

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাসহ নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ৭ মে ২০২৫ খ্রি. (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদযাপন করা হয়। আইইবি সদর দফতর, সকল কেন্দ্র, উপকেন্দ্রে ও ওভারসীজ চ্যাপ্টারসমূহ ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উদযাপন করেন। আইইবি সদর দফতরের মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, উৎসব র‍্যালি, শান্তির প্রতীক পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), এর নেতৃত্বে শপথ বাক্য পাঠে প্রকৌশলীরা সব সময় দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার শপথ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ

সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ), ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র সহ আইইবি'র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ।

Extra-Ordinary General Meeting (EOGM)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) ১০ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৩:০০ টায় আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত EOGM-এ সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র সম্মানিত প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সভায় উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র নির্বাহী সদস্যগণ। উপস্থিত সদস্যগণ হলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ. টি. এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) -এ ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ১৮০০ এর অধিক প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রকৌশলীদের মধ্যে হতে ২৬ জন প্রকৌশলী বক্তব্য রাখেন।

আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান EOGM -এর পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করে বলেন,- 'আইইবি'র সর্বশেষ কমিটির মেয়াদ ছিল ২০২৩-২০২৫। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে একটি স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে আইইবি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করা। সে লক্ষ্যেই বর্তমান কমিটি আগামী ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে একটি স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে আগামী ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে আইইবি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরবর্তী নির্বাচন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।'

উক্ত EOGM-এ অধিকাংশ বক্তা তাঁদের বক্তব্যে,- আজকে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারদের যে বা যারা রক্তাক্ত করেছে তাদের আইইবিতে কালো তালিকাভুক্ত করা, সদস্যপদ স্থগিত ও আইইবি'র আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণার দাবী জানান।

আইইবি'র সম্মানিত প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত EOGM-এ উপস্থিত আইইবি'র সদস্য প্রকৌশলীগণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি. তারিখের মধ্যে আইইবি'র পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৬৪৮তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর ৬৪৮তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভা ২৩ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ শুক্রবার বিকাল ০৪:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। সঞ্চালনায় ছিলেন আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সভায় উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলেরর সদস্যবৃন্দ।

আইইবি মহিলা কমিটি

আইইবি মহিলা কমিটির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

আইইবি মহিলা কমিটির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠান ১৭ মে ২০২৫ খ্রি. বিকাল ৫.৩০ মিনিটে আইইবি অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইইবি'র প্রেসিডেন্ট, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মাদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (একাডেমিক এন্ড আন্তর্জাতিক), আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (প্রশাসন ও অর্থ), আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, (এসএন্ডডব্লিউ), আইইবি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি), আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশনাল এন্ড এসডব্লিউ) আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র।

আইইবি মহিলা কমিটির ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আইইবি মহিলা কমিটি'র চেয়ারপার্সন মিসেস মুসলিমা খন্দকার। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মিসেস মালেকা ইয়াসমিন, কো-চেয়ারপার্সন, আইইবি মহিলা কমিটি, মিসেস আফরীন সুলতানা, সহকারী সদস্য-সচিব, আইইবি মহিলা কমিটি, ডা. ফিরোজা মুশিরা, সহকারী সদস্য-সচিব, আইইবি মহিলা কমিটি।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন বিলকিস ইসলাম, সদস্য, আইইবি মহিলা কমিটি। অতিথি শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রকৌশলী রবিউল আলম উজ্জ্বল এবং মহিলা কমিটির শিল্পীবৃন্দ। এছাড়াও আইইবি'র প্রকৌশল বিভাগের নেতৃবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীবৃন্দ ও মহিলা কমিটি সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি'র প্রকৌশল বিভাগীয় সংবাদ

কৃষিকৌশল বিভাগ

'Food Fortification and it's Necessity to Address Micronutrient Malnutrition' শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কৃষিকৌশল বিভাগরে উদ্যোগে 'Food Fortification and it's Necessity to Address Micronutrient Malnutrition' শীর্ষক সেমিনার ১৩ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার, বিকাল ৫:০০ টায় আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার সেমিনার কক্ষে (আইইবি পুরাতন ভবন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের উপরে ২য় তলা) অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজকের সেমিনারের বিষয়বস্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Food Fortification এর মাধ্যমে খাদ্যের পুষ্টিগুণ ধরে রাখা যায়। আমাদের দেশে লবণ, চাউল, তেলসহ বিভিন্ন খাদ্য পণ্যের Food Fortification করা হয়।

বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে, ড. প্রকৌশলী এম. বোরহান উদ্দিন, অধ্যাপক (অবঃ), খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সূর্যের আলোর মাধ্যমে ভিটামিন ডি তৈরি হয়। অন্যান্য ভিটামিন খাদ্যের মাধ্যমে তৈরি হয়। আমরা শরীরে খাদ্যের অভাব হলে ক্ষুধা লাগে কিন্তু ভিটামিন এর অভাব হলে আমরা বুঝতে পারি না। যার কারণে আমরা নানা রোগে আক্রান্ত হই। আমরা একই ধরণের খাদ্য বার বার গ্রহণ করি যার জন্য ভিটামিন এর অভাব পূরণ হয় না তাই আমাদের খাবারের ভিন্নতা আনতে হবে। আমাদের দেশে লবণে আয়োডিন যুক্ত করার জন্য একটি সেল রয়েছে কিন্তু চাউল, তেলসহ অন্যান্য পণ্য তদারকি করার তেমন কোনো সেল নেই।

বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি বলেন, বাংলাদেশের প্রাচীনতম এবং প্রকৌশলীদের একমাত্র জাতীয় পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। আইইবি পরিচালিত হয় কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, ডিভিশন, ওভারসীস চ্যাপ্টারের মাধ্যমে। ডিভিশনগুলো যে সকল সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন সেগুলো আইইবি এইচআরডি এর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত হয়।

বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি বলেন, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ভিটামিন ডি সহ বিভিন্ন ভিটামিনের অভাব রয়েছে। ভিটামিন ডি এর অভাব কিভাবে পূরণ করা যায় বা এর কোনো সহজ উপায় আছে কিনা ? এ বিষয়ে সকলকে অবহিত করতে হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী গোলাম মাওলা, চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী মোঃ বেলাল সিদ্দিকী, সম্পাদক, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ সরোয়ার মাওলা, ভাইস-চেয়ারম্যান, কৃষিকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী মো. গুলজার আহম্মেদ, কান্ট্রি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফুড ফর্টিফিকেশন, বাংলাদেশ, টেকনোসার্ভ। তিনি খাদ্য সমৃদ্ধকরণ এর উপর বিশদ আলোকপাত করেন। তিনি বিশ্বে ও বাংলাদেশে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ এর বর্তমান পরিস্থিত তুলে ধরেন। সেমিনারে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ এর বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে বহু মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার গ্রহণ করলেও তারা প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ঘাটতিতে ভুগছেন, যা শিশুদের বৃদ্ধি, নারীদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে। এই

অনুপুষ্টির ঘাটতি দূর করতে খাদ্য সমৃদ্ধকরণ- ফুড ফর্টিফিকেশন একটি কার্যকর ও টেকসই সমাধান হতে পারে। খাদ্যের মাধ্যমে আয়োডিন, আয়রন, জিঙ্ক, ভিটামিন-এ, ফলিক এসিড, ভিটামিন বি ১, বি-৬, বি-১২ ইত্যাদি উপাদান যোগ করলে জনগণের অনুপুষ্টিগত ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। অংশগ্রহণকারীগণ খাদ্য নিরাপত্তা এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। সেমিনার শেষে একটি কার্যকর সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়, যা ভবিষ্যতে নীতিনির্ধারকদের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

১. জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

খাদ্য সমৃদ্ধকরণ- ফুড ফর্টিফিকেশন কে প্রয়োজন এর উপর ভিত্তি করে বাধ্যতামূলক করতে একটি সুসংহত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা।

বিদ্যমান খাদ্য নীতিতে ফুড ফর্টিফিকেশন সংক্রান্ত ধারা বিস্তারিত ভাবে যুক্ত করা।

২. বেসিক খাদ্যপণ্যে বাধ্যতামূলক ফর্টিফিকেশন

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে চাল, আটা প্রভৃতি সাধারণ খাদ্যপণ্যে আয়রন, জিঙ্ক, ভিটামিন এ এবং ফলিক এসিড ইত্যাদি যুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা।

ফর্টিফায়েড খাদ্য উৎপাদনে সরকারি কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বেসরকারি খাতকে প্রণোদনা দেওয়া।

৩. মনিটরিং ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণ

খাদ্য সমৃদ্ধকৃত (ফর্টিফাইড) পণ্যের গুণগত মান পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কার্যকর মনিটরিং সিস্টেম চালু করা।

বিএসটিআই এবং অন্যান্য সংস্থা ও ল্যাবরেটরী-এর মাধ্যমে নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. গবেষণা ও তথ্যভিত্তিক কার্যক্রম

দেশের জনগণের মধ্যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ঘাটতির তথ্যভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করা।

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার।

৫. সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনসম্পৃক্ততা

জনগণের মধ্যে খাদ্য শক্তিবর্ধনের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার ও জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ।

স্কুল, কলেজ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৬. অংশীদারিত্ব ও আন্তঃখাত সমন্বয়

সরকারি, বেসরকারি খাত, এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বিত কর্মপন্থা তৈরি ও বাস্তবায়ন।

কৃষি, স্বাস্থ্য, খাদ্য, শিল্প ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ

কেমিকৌশল বিভাগ

"Improving Natural Gas Supply Chain to Reduce Methane Emission, Minimize Environmental Risk and Enhance Overall Efficiency" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কেমিকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Improving Natural Gas Supply Chain to Reduce Methane Emission, Minimize Environmental Risk and Enhance Overall Efficiency" শীর্ষক সেমিনার ২৮ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ বুধবার বিকাল ৫:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, কেমিকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. ইদ্রিস আলী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ড. প্রকৌশলী প্রদীপ চন্দ্র মন্ডল, উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা বিভাগ) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসি। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কেমিকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী সালমা আখতার এবং সঞ্চালনায় ছিলেন কেমিকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মো. শাওকাত ফেরদৌস।

পুরকৌশল বিভাগ

“Key Concepts of Project Management & Their Application in Bangladesh” শীর্ষক ট্রেনিং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Key Concepts of Project Management & Their Application in Bangladesh” শীর্ষক ট্রেনিং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৬:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ট্রেনিং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। ট্রেনিং এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী নেসার উদ্দিন, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। এছাড়াও আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

“Key Concepts of Project Management & Their Application in Bangladesh” শীর্ষক ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Key Concepts of Project Management & Their Application in Bangladesh” শীর্ষক ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠান ০৩ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৬:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. আব্দুর রশিদ মিয়া, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি এবং অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। ট্রেনিং সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী নেসার উদ্দিন, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। এছাড়াও আইইবি সদর দফতর, আইইবি ঢাকা কেন্দ্র, ইআরসি'র নেতৃবৃন্দ সহ বিভিন্ন সংস্থার, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

“Plastic Road Plastic Pollution to Sustainable Solution A Step Towards Circular Economy” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে Plastic Road Plastic Pollution to Sustainable Solution A Step Towards Circular Economy শীর্ষক সেমিনার ১৫ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজউক, তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ১৯৪৮ সালের ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ আইইবি যাত্র শুরু করেন তারই ধারাবাহিকতায় এবছরও ৭ মে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাস ব্যাপী সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গোলটেবিল বৈঠক, ট্রেনিং এর আয়োজন করা হয়েছে। আইইবি'র কাজ হলো প্রকৌশলীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার পাশাপাশি সরকারকে প্রকৌশল বিষয়ক পরামর্শ দেয়া।

বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা অনেক ব্যয়বহুল। তবে বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করতে পারলে আমরা যেমন দূর্ষণমুক্ত হতে পারবো তেমন এটি আবার কাজে লাগাতে পারবো।

বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের নির্মাণ কাজের সময় যেমন ক্ষেপন হচ্ছে তেমন প্রকল্পের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লাস্টিক প্রসেস করে রাস্তা নির্মাণ করলে নির্মাণ ব্যয় কম হবে। উন্নত দেশগুলো প্লাস্টিক ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণ করছেন। আরএসডি, এলজিইডি এর মতো সংস্থাগুলোকে তাদের প্রকল্পে প্লাস্টিক ব্যবহার করার আহ্বান জানান।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, মো. শাহাদাত হোসেন, পিএইচডি, পিই, অধ্যাপক পুরকৌশল বিভাগ, পরিচালক সলিড ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট ফর সাস্টেনিবিলিটি (এসডব্লিউআইএস) দ্যা ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট আরলিংটন, টেক্সাস, ইউএসএ। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী মো. আইনুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী নেসার উদ্দিন, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি।

In Search of a Suitable Pile Driving Technology for Bangladesh : Technological Adaptation in Light of Field Observation শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর পুরকৌশল বিভাগের উদ্যোগে In Search of a Suitable Pile Driving Technology for Bangladesh : Technological Adaptation in Light of Field Observation শীর্ষক সেমিনার ২১ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৭:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ড. প্রকৌশলী সৈয়দ ফখরুল আমিন, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট, উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ডিজাইন ভালো করতে হলে পড়াশুনার মধ্যেই থাকতে হয় এবং দলগত ভাবে কাজ করতে হয়। ডিজাইন করার পূর্বে দলগত ভাবে আলোচনা করে তার পরে ডিজাইন করতে হয় তবেই ভালো ডিজাইনের আশা করা যায়। দলগত ভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি, প্রধান অতিথি,

বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তথ্যবহুল আলোচনা করায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। আমাদের যে কোনো কাজের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা করা দরকার। ঢাকা বাসি দীর্ঘ দিন ধরে সমস্যার মধ্যে রয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা হচ্ছে কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নাই। আমাদের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গোলটেবিল বৈঠক, ট্রেনিং করলেই হবে না তা বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে সুপারিশ করতে হবে যাতে সরকার তা কাজে লাগাতে পারে তবেই আমাদের কাজগুলো সার্থক হবে। সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট ।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ১৯৪৮ সালের ৭ মে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যাত্র শুরু করেন তারই ধারাবাহিকতায় এবছরও ৭ মে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাস ব্যাপী কর্মসূচি আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকের সেমিনার তারই অন্তর্ভুক্ত। আজকের সেমিনারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা কোনো নির্মাণ কাজের জন্য পায়েলিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। কোনো সুপার স্ট্রাকচার এর পায়েলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা তার উপর ভিত্তি করেই স্ট্রাকচারটি দাড়িয়ে থাকবে। পায়েলিং করার ক্ষেত্রে কিছু সময় সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তা নিরসন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আইইবি প্রকৌশল অধিকার নিয়ে কাজ করে। প্রকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গোলটেবিল বৈঠক, ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত সেমিনার থেকে যে সকল সুপারিশমালা উঠে আসবে তা সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরে প্রেরণ করার আশ্বাস প্রদান করেন।

উক্ত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী এম. এ. হাসেম, (কুয়েট, ৮৯বি/সিই, এফ-৮৯৩৬) চেয়ারম্যান, নান্দনিক বিল্ডার্স লি.। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, প্রকৌশলী মো. আয়নুল কবির, ভাইস-চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম (খোকা), চেয়ারম্যান, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি এবং সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকৌশলী নেসার উদ্দিন, সম্পাদক, পুরকৌশল বিভাগ, আইইবি।

কম্পিউটারকৌশল বিভাগ

"Artificial Intelligence Driven Cybersecurity" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কম্পিউটারকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Artificial Intelligence Driven Cybersecurity" শীর্ষক সেমিনার ২৪ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৪:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ ময়েন উদ্দিন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী ফাহাদ জামান চৌধুরী, এমবিএ, সিআইএসএ, সিইআই, সিএফআর, আইএসও, ২৭০০১ যুগ্ম পরিচালক (আইসিটি) বাংলাদেশ ব্যাংক।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি এবং প্রকৌশলী মুহাম্মদ জাকির হাসান, নির্বাহী পরিচালক (আইসিটি)-১, বাংলাদেশ ব্যাংক।

উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. শাহীন হাওলাদার এবং সঞ্চালনায় ছিলেন কম্পিউটারকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কাশম)।

তড়িৎকৌশল বিভাগ

"Reshaping the World Order : AI, Robotics, and Energy" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Reshaping the World Order : AI, Robotics, and Energy" শীর্ষক সেমিনার ২৬ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৪:০০ টায় আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে, তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রযুক্তিগত বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জনশক্তিকে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল তাই আমাদের প্রযুক্তি ও প্রকৌশল শিক্ষার বিকাশ লাভ করতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, প্রকৌশলী তারিক আলম, ডাটা এন্ড অ্যানালিটিক্স কনসালটেন্ট, এএমডি আইএনসি, কানাডা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সি (AI) দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। AI এর ফলে ভবিষ্যতে মানুষের কাজ সহজ হবে। কিছু সেক্টরে মানুষের কাজগুলো রোবটের মাধ্যমে সংগঠিত হবে যার ফলে কর্মসংস্থান কমে যাবে। রোবটের মাধ্যমে মানুষের কাজ সংগঠিত হলে মানুষের কি হবে? মানুষ তখন অন্য কর্মসংস্থানে চলে যাবে কেননা এআই এর ফলে নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। উন্নত আধুনিক দেশগুলো এআই এর উপর নির্ভরশীল হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনশক্তি রপ্তানি ও কর্মসংস্থান ঝুকির মধ্যে পড়বে। সেমিনারে বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, চ্যাটজিপিটি থেকে কোনো কিছু তৈরি করে সেটি চ্যাটজিপিটির তৈরি কিনা প্রশ্ন করা হলে চ্যাটজিপিটি উত্তর দিবে হ্যা এটি চ্যাটজিপিটির করা। বর্তমানে জনপ্রিয় একটি খেলা হলো চেস বা দাবা খেলা। চেস বা দাবা খেলার জন্য AI এর মাধ্যমে যে সকল ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন বা দুর্বল ইঞ্জিনও বর্তমান ওয়ার্ল্ডে ১ এক নম্বর প্লেয়ারের চেয়ে ভাল।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন, ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, ভাইস-চ্যান্সেলর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল), ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি।

উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন। সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী।

"Empowering Bangladesh: The Road to Digital Independence and Data Sovereignty" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর তড়িৎকৌশল বিভাগের উদ্যোগে "Empowering Bangladesh: The Road to Digital Independence and Data Sovereignty" শীর্ষক সেমিনার ৩১ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার বিকাল ৪:০০ টায় আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর প্রেসিডেন্ট ও রাজউকের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, তড়িৎকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মো. আরিফুল হক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসি (বিএসসিপিএলসি)।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ড. প্রকৌশলী এস. এম. আব্দুর রাজ্জাক, ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী প্রকৌশল এন্ড প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (একাডেমিক ও আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি।

উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন তড়িৎকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মোতাহার হোসাইন। সঞ্চালনায় ছিলেন তড়িৎকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী উমাশাহ উমায়ুন মনি চৌধুরী।

যন্ত্রকৌশল বিভাগ

“Key Measures for Submersible Pump Installation & Operation” শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে “Key Measures for Submersible Pump Installation & Operation” শীর্ষক সেমিনার ২৯ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ বৃহস্পতিপবার বিকাল ৫:৩০ মি. আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী একেএম তাহমিদুল ইসলাম, ডিজি, বিডব্লিউডিবি। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুল হালিম, পরিচালক, মিলনার্স লি.।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মো. জহিরুল ইসলাম, এডিজি (প্ল্যানিং, ডিজাইন এন্ড রিসার্স) বিডব্লিউডিবি, প্রকৌশলী মীর আব্দুস শহীদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ডিপিএইচই, প্রকৌশলী মি. গোলাম কিবরিয়া, এসই, ডিডব্লিউএএসএ।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী। সেমিনারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. কামাল হোসাইন, এবং সঞ্চালনায় ছিলেন যন্ত্রকৌশল বিভাগের সম্পাদক, প্রকৌশলী মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান।

টেক্সটাইলকৌশল বিভাগ

ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের উদ্যোগে বিএনপি'র চেয়ারপার্সন, সাবেক ৩ বারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় দোয়া ও ইফতার মাহফিল ২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রি. রোজ সোমবার বিকাল ৪:০০ টায় আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার সেমিনার হলে (আইইবি পুরাতন ভবন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের উপরে ২য় তলা) অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, টেক্সটাইল সেক্টর হলো জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের হাত ধরে টেক্সটাইল সেক্টর, গার্মেন্টস এ দেশে স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখনই জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন এবং দুর্ভিক্ষ থেকে এদেশের মানুষকে রক্ষ করার জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এদেশের মানুষকে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করেন। বাংলাদেশকে উন্নয়ন করতে হলে জনগণের পক্ষে পলিসি নির্ধারণ করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় বাড়াতে হবে এবং কলেজ লেভেলে টেক্সটাইল বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে ডা. রফিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, বিএনপি বলেন, বাংলাদেশ উন্নয়নে টেক্সটাইলের ভূমিকা অপরিসীম। টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস উন্নয়নে গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রয়েছে তাই অতিদ্রুত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে হবে।

প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, সাবেক মহাসচিব, এ্যাব, বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের মোট অর্থনীতির ১২ শতাংশ টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস সেক্টর থেকে আসে। এ বছর ৪০ বিলিয়ন ডলার টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস হতে এসেছে। আমাদের রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশ টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস সেক্টর থেকে আসে। এ সেক্টরকে আমাদেরই রক্ষা করতে হবে এবং এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব হাবিবুর রশীদ হাবিব, সদস্য, বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটি।

উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. সাঈদুর রহমান। সঞ্চালনায় ছিলেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোস্তফা-ই-জামান (সেলিম)। এছাড়াও ইফতার ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জুলহাস উদ্দিন, আইটিটি এর আহ্বায়ক প্রকৌশলী এহসানুল করিম কায়সার, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরামের সভাপতি এটিএম সামসু উদ্দিন খান, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) এ.টি.এম. তানভির-উল হাসান তমাল, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, আইইবি'র সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, প্রকৌশলী নূর আমিন লালন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরামের সেক্রেটারী জেনারেল প্রকৌশলী একেএম মহসিন আহমেদ, সেন্ট্রাল কাউন্সিল মেম্বার প্রকৌশলী সুমায়েল মোহাম্মদ মল্লিক, ইফতার আয়োজক কমিটির সদস্য-সচিব প্রকৌশলী আবু হোসেন হিটলু, প্রকৌশলী সাজেদুর হক শালুক, আইটিইটি'র সদস্য-সচিব প্রকৌশল এনায়েত হোসেন, টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম সহ অনেক স্বনামধন্য প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দ।

"Application of Geotextiles in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের উদ্যোগে "Application of Geotextiles in Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার ২০ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৫:০০ টায় শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর রমনা ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গণপূর্ত অধিদপ্তরের (পিডব্লিউডি) প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশলী মোহাম্মদ শামীম আখতার।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে, আইইবি'র ভাইস-প্রেসিডেন্ট, (এইচআরডি) প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, উন্নত জগৎ গঠন করুন এই সুমহান আর্দশ নিয়ে ১৯৪৮ সালের ০৭ মে আইইবি যাত্র শুরু করেন। পূর্বে ৩টি ডিভিশন ছিল, সিভিল, কেমিক্যাল, মেকানিক্যাল কিন্তু বর্তমানে আইইবি

৭টি ডিভিশন রয়েছে। ডিভিশনগুলো সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি আয়োজন করে। আমাদের শুধু সেমিনার, সিম্পোজিয়াম করলেই হবে না তা বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম থেকে উঠে আসা সুপারিশমালাসমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে হবে যাতে তা বাস্তবায়ন হয়। আমাদের রিসার্স বাড়াতে হবে। ডিভিশনগুলোর পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করার আহ্বায়ন জানান।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে, আইইবি'র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপকসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমানে জিওটেক্সটাইলের কাজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের জিওটেক্সটাইলের মালামাল বাহিরের দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। আমদানি নির্ভরতা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জিওটেক্সটাইলের উপর কোনো ট্রেনিং বা রিসার্স এর প্রয়োজন হলে আইইবির স্টাফ কলেজে ব্যবস্থা করার আশ্বাস প্রদান করেন।

উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. সাঈদুর রহমান। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে মাস ব্যাপী আয়োজন চলছে তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজকের আয়োজন। নগর উন্নয়নে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগর উন্নয়নে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ প্রদানের মতামত ব্যক্ত করেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুল হক, পিএইচডি (ইউকে) সিটেক্স এফটিআই, প্রফেসর এবং প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর, এম.এসসি. ইন টিই, ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাফডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। সভাপতিত্ব করেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম এবং সঞ্চালনায় ছিলেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সম্পাদক, প্রকৌশলী মোস্তফা-ই-জামান (সেলিম)।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী নিয়াজ উদ্দিন ভূঁইয়া, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানভির-উল হাসান (তমাল) ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মাহবুব আলম, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (একাডেমিক আন্তর্জাতিক) আইইবি, প্রকৌশলী মো. নূর আমিন, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এইচআরডি) আইইবি, প্রকৌশলী সাব্বির আহমেদ ওসমানী, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এসএন্ডডব্লিউ) আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আহসানুল রাসেল, সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রশাসন ও অর্থ) আইইবি। আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান, (একাডেমিক এন্ড এইচআরডি) ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী কে. এম. আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, ঢাকা কেন্দ্র, আইইবি, প্রকৌশলী মুহাম্মদ কামরুল হাসান খান সাইফুল, সম্পাদক, যন্ত্রকৌশল বিভাগ, আইইবি, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সেমিনার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক, প্রকৌশলী মুহাম্মদ আবু হোসেন হিটলু, সদস্য-সচিব, প্রকৌশলী মো. ফারুকুল ইসলাম জনি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. জুলহাস উদ্দিন, ভাইস-চ্যান্সেলর, বুটেক্স, প্রকৌশলী নাসির উদ্দিন মিয়া, সিইও, ওয়ান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রি, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এস. এম. মোমিনুল আলম (ডালিম), ডীন, বুটেক্স, অধ্যাপক প্রকৌশলী এস.এম. ফারহানা ইকবাল, প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান, প্রকৌশলী কাজী মো. ইলিয়াস, প্রকৌশলী সুমায়েল মো. মল্লিক, প্রকৌশলী মঈদুল ইসলাম, প্রকৌশলী মানিক দাস সহ আইইবি'র ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন সংস্থা, অধিদপ্তরের প্রকৌশলীবৃন্দ।

উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার

'Empowering Women Engineers Overcoming Barriers and Shaping the Future of Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর উইমন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের উদ্যোগে 'Empowering Women Engineers : Overcoming Barriers and Shaping the Future of Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার ১৭ মে ২০২৫ খ্রি. রোজ শনিবার, বিকাল ৪:৩০ মি. শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকার কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), প্রেসিডেন্ট, আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। তিনি উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, সম্পাদক ও অতিথিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আমাদের

নারীরা নিজেদের সক্ষমতায় এমপাওয়ারমেন্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। আমি ১৯৭৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন আমাদের সাথে মাত্র ৪ জন মেয়ে ভর্তি হয়। তখন নারীরা অনেক পিছিয়ে ছিল আর বর্তমানে ভর্তিসহ সকল দিকে নারীর অংশগ্রহণ চোখে পরার মতো। নারীর উন্নয়ন ছাড়া জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। পারিবারিক শিক্ষায় মা অর্থাৎ নারীর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আমেরিকায় এখনো নারীর রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসেবে ক্ষমতায় দেখা যায় নাই কিন্তু বাংলাদেশে অনেক আগেই তা দেখা গিয়েছে। একটি পরিবারের স্বামী এবং স্ত্রী দুই জনই চাকুরী করলে বাসার কাজ কিন্তু স্ত্রী করেন স্বামী তেমন একটা করেন না। আইইবিতে নারীদের কাজের সুবির্ধাথে একটি ডে কেয়ার চালু করার আশ্বাস দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে, প্রকৌশলী শেখ আল আমিন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট (এইচআরডি) আইইবি, তিনি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতিসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমাদের দেশের নারীগণ তাদের মেধা, মনন ও শ্রম দিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। কিছু নারীরা এখনো পিছিয়ে রয়েছেন তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থায় নারীরা কাজ করছেন। নারীরা পুরষদের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করছেন। নারীদের এগিয়ে আনার জন্য আইইবি'র উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার কাজ করবেন বলে আশা করছি। বিশেষ অতিথি'র বক্তব্যে, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি, তিনি প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতিসহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আইইবিতে কিছু দিন হলো উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার ও ইয়াং ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার চালু হয়েছে। বর্তমানে নারীরা বিভিন্নভাবে লাঞ্চিত হচ্ছেন। আইইবিতে যেন নারীরা লাঞ্চিত না হয় তার জন্য একটি Anti-Harassment কমিটি গঠন করতে হবে। পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে নারী বৈষম্য রোধ করা সম্ভব বলে মনে করি। নারীর অধিকার রক্ষায় আমাদের নৈতিক হতে হবে।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন, প্রকৌশলী শাহনাজ শারমিন, চেয়ারম্যান, উইমন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি। সেমিনার সঞ্চালনায় ছিলেন, প্রকৌশলী দিলরুবা ফারজানা, ভাইস-চেয়ারম্যান, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি। উক্ত সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন, প্রকৌশলী ইশরাত জাহান, সম্পাদক, উইমেন ইঞ্জিনিয়ার্স চ্যাপ্টার, আইইবি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী তাহসিনা ফারাহ সানাম, পিএচডি, অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লায়েড টেকনোলজি, বুয়েট।

ঢাকা কেন্দ্র

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৭ নভেম্বর, ২০২৪ খ্রি., বৃহস্পতিবার, সকাল ১০:০০ টায় ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর সংঘটিত সিপাহী-জনতা বিপ্লবের স্মরণে পালিত জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার কমপ্লেক্সে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং কোরআন খতম

১৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি., শনিবার, সকাল ৭:৩০ মিনিটে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতিকৃতিতে আইইবি ও ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

একই সাথে শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার কমপ্লেক্সে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এছাড়া বাদ ফজর আইইবি মসজিদে শহীদদের আত্মার

মাগফিরাত কামনায় কোরআন খতম করা হয় এবং বাদ মাগরিব আইইবি মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মহান বিজয় দিবস-২০২৪ উপলক্ষে জিয়া উদ্যানে এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আইইবি সদর দফতর ও ঢাকা কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি., শনিবার, সকাল ১০:০০ টায় মহান বিজয় দিবস-২০২৪ উপলক্ষে শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার কমপ্লেক্সে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে অমর বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা, "রক্তস্নাত বিজয়" প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি., সোমবার, বিকাল ০৩:৩০ মিনিটে, রমনাস্থ আইইবি মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা, "রক্তস্নাত বিজয়" প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি'র যুগ্ম-মহাসচিব জনাব খায়রুল কবির খোকন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি')র সম্মানী সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) প্রকৌশলী এ.টি.এম. তানবীর-উল হাসান (তমাল)।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশের গৌরবান্বিত বিজয়ের সাফল্য গাথা তুলে ধরেন। দেশের বিজয় সমুন্নত রাখতে দেশপ্রেমে সবাইকে উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা দেন। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বাংলাদেশের প্রথিতযশা ও জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা এবং ব্যান্ড আর্ক ও হাসান সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৮৯তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি., রবিবার, সকাল ১০:০০ টায়, শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার কমপ্লেক্সে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৮৯তম জন্মবার্ষিকীতে আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের শ্রদ্ধা নিবেদন। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দুপুরে ২০০ জন এতিম শিশুদের দুপুরের খাবার দেয়া হয়।

“শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি., রবিবার, সন্ধ্যা ৭:০০ টায়, রমনাস্থ আইইবি লন টেনিস কোর্টে “শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫” এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)। টুর্নামেন্টের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব আমিনুল হক, আহ্বায়ক, ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি ও সাবেক অধিনায়ক, বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, মহাসচিব, এ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এ্যাব। উদ্বোধনী বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে প্রকৌশলী খান আতাউর রহমান সান্টু, নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টার, ঢাকা, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান।

“শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫” এর পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি., রবিবার, সন্ধ্যা ৬:৩০ টায়, রমনাস্থ আইইবি লন টেনিস কোর্টে “শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫” এর পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা ও দৈনিক আমার দেশ-এর সম্পাদক ড. প্রকৌশলী মাহমুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), প্রকৌশলী আলমগীর হাছিন আহমেদ, মহাসচিব, এ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এ্যাব, প্রকৌশলী আশরাফ উদ্দিন বকুল, সিনিয়র সহ-সভাপতি, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ-এ্যাব এবং অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি) প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন, পিএন্ডএসডব্লিউ) প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে ৮১ টি টিমের ১২৬ জন প্রকৌশলী খেলোয়াড় খেলায় অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন ও নৈশভোজে অংশ নেন।

Thanks, Giving Meet

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র ও ইআরসি, ঢাকা'র যৌথ উদ্যোগে

১২-২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি., রমনাস্থ আইইবি লন টেনিস কোর্টে "শীতকালীন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট-২০২৫" সফলভাবে আয়োজন করায় টুর্নামেন্ট উপলক্ষে গঠিত কমিটির সম্মানার্থে Thanks, Giving Meet আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি., শুক্রবার জাতীয় শহীদ মিনারে সকল ভাষা সৈনিক ও ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রকৌশলীদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জাতীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সকল ভাষা শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া করা হয়।

Training on "Public Procurement Act (PPA)-2006 & Public Procurement Rules (PPR)-2008

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি-০৮ মার্চ, ২০২৫ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে (২য় তলা) বিকাল ৫:০০-৭:০০ টা পর্যন্ত দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে "Public Procurement Act (PPA)-2006 & Public Procurement Rules (PPR)-2008" এর উপর ০২ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জল) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Engr. Muhammad Abul Kawser MCIPS, DGM & Project Director, Smart Metering Energy Efficiency Improvement Project (SMEEIP), Titas Gas Transmission and Distribution Public Limited Company (TGTDPLC) মোট ৩৭ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. ট্রেনিং এর শুভ উদ্বোধন করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। ট্রেনিং সমাপ্তির শেষ দিন ০৮ মার্চ, ২০২৫ খ্রি. প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র ও প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

“ইফতার ও দোয়া মাহফিল” আয়োজন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি, ঢাকার উদ্যোগে ২১ মার্চ, ২০২৫ খ্রি., শুক্রবার, আইইবি মিলনায়তনে সম্মানিত প্রকৌশলীবৃন্দের সম্মানার্থে সকল শ্রেণী পেশার মানুষ ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অনাথ ও এতিম শিশুদের অংশগ্রহণে “ইফতার ও দোয়া মাহ্ফিল” আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু), সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আইইবি ও চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ দেশের বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর ও প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত প্রায় ১৫০০ প্রকৌশলী অংশগ্রহণ করেন। ইফতার ও দোয়া মাহফিলে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং যারা আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করা হয়। এ ছাড়াও দেশের প্রকৌশলী সমাজ ও সর্বস্তরের সাধারণ জনগণের মঙ্গল কামনায় দোয়া করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস-২০২৫ উদযাপন

আইইবি সদর দফতর, ঢাকা কেন্দ্র এবং ইআরসি ঢাকা’র যৌথ উদ্যোগে ২৬ মার্চ, ২০২৫ খ্রি., বুধবার, সকাল ০৮:০০ টায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আইইবিতে বৃক্ষরোপন করা হয়। এরপর নির্বাহী কমিটি ও কাউন্সিলের পক্ষ থেকে শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজার কমপ্লেক্সে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বাংলা বর্ষবরণ ১৪৩২ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি., সোমবার, সকাল ৭.৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২.৩০ মিনিট আইইবি নতুন ভবনের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় বাংলা বর্ষবরণ ১৪৩২ (পহেলা বৈশাখ, ১৪৩২ বাং) অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান, রাজউক প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু) অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার। সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান। গানে আনন্দে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে আইইবি থেকে বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। সব অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে সত্য সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় নতুন বছরকে সকলে বরণ করে নেন। বিভিন্ন পর্বে (আধুনিক গান, লোকজ, বাউল গান ও

যাদু) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সাজানো হয়। সাংস্কৃতিক জগতের স্বনামধন্য শিল্পী কণার পরিবেশনায় গান পরিবেশিত হয়। বৈশাখের আবহমান চিরায়ত ধারায় বাংলা বর্ষবরণ ১৪৩২ অনুষ্ঠান জাকজমক ও আড়ম্বরভাবে উদযাপিত হয়।

আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে)

আইইবি সদর দফতরের সাথে একযোগে আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৭ মে, ২০২৫ খ্রি., বুধবার, সকাল ০৮:০০ টায়, আইইবি প্রাঙ্গণে আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) উদযাপন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে শপথ পাঠ, জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন এবং উৎসব র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া আইইবি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

Training on "5 Days Practitioners Certificate Course on PPR and DP Funded Procurement"

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৪-০৮ মে, ২০২৫ খ্রি., আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল কক্ষে (২য় তলা) সকাল ৯:০০-বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে Training on "5 Days Practitioners Certificate Course on PPR and DP Funded Procurement" এর উপর ০৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মামুন, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসান (উজ্জ্বল) ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন ও পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র এবং প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র। প্রশিক্ষণে ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন Mr. Samir Biswas MCIPS, National Trainer on PPR, Ex-Director, BCIC Adjunct Faculty, BIGD, Brac University Ges Engr. Md. Abdul Aziz MCIPS, National Trainer CPTU & Procurement Consultant, BSMSN (Pride), WB, BEZA, PM Office গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লি: (জিটিসিএল), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী (বাপেক্স) এবং বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন মোট ০৯ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেন। ট্রেনিং সমাপ্তির শেষ দিন ০৮ মে, ২০২৫ খ্রি. Concluding Session & Certificate Distribution অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), সভাপতি প্রকৌশলী মো. হেলাল উদ্দিন তালুকদার, চেয়ারম্যান, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র ও সঞ্চালক প্রকৌশলী কে এম আসাদুজ্জামান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, ঢাকা কেন্দ্র প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম কেন্দ্র

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে মাসব্যাপী অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের ইআরসি রুমে আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম প্রধান অতিথি হিসেবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

ইআরসির নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আবু জাফর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড

এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ.এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। ইআরসির জেনারেল সেক্রেটারী প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন এর উপস্থাপনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সম্পাদক (অর্থ) প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান। প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করে প্রধান অতিথি প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা এবং মনের আনন্দের জন্য খেলাধুলার কোনো বিকল্প নেই। তিনি কেন্দ্রকে প্রকৌশলীদের দ্বিতীয় নিবাস হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহাদ্যপূর্ণ সুসম্পর্ক সৃষ্টি ও সহমর্মিতা স্থাপনের লক্ষ্যে আরো অধিক হারে শরীর চর্চা, খেলা-ধুলা ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সকল প্রকৌশলীকে কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণের অনুরোধ জানান।

বিশেষ অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে বলেন, স্বাস্থ্যই হচ্ছে সকল সুখের মূল। শুধু বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে নয়, বর্তমান সামাজিক অস্থিরতা, ফেইসবুক আসক্তি, যুব সমাজের অবক্ষয় ও মাদকের আগ্রাসী গ্রাস হতে সমাজ ও পরিবারকে মুক্ত রাখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে খেলা-ধুলা। এছাড়াও তাঁরা জানান, ইআরসির কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ, মহিলা প্রকৌশলী ও প্রকৌশলী গৃহিণীদের জন্য আলাদা ব্যায়ামাগার স্থাপনসহ প্রকৌশলী সন্তানদের জন্য বিনোদন স্পট তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও ইআরসির প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী প্রকৌশলী মো. নুরুল আলম, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী গোলাম কিবরিয়া মো. রিয়াদ, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী এ.কে.এম. মামুনুল বাশরী ও প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম এবং সিনিয়র প্রকৌশলী বিধান চন্দ্র দাস। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইআরসির নির্বাহী সদস্য প্রকৌশলী রাজীব চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. অহিদুল ইসলাম ও ইআরসির নির্বাহী সদস্য প্রকৌশলী ফখরুল ইসলাম পাটোয়ারী। পরে ক্যারামবোর্ড খেলার মাধ্যমে মাসব্যাপী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৮টি ইভেন্টে ৮টি গ্রুপে ৪৫টি আইটেমে একশত ৬২টি খেলায় ২৩০জন প্রকৌশলী, প্রকৌশলী গৃহিণী/স্বামী ও সন্তান অংশগ্রহণ করছেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে শুক্রবার (একুশে ফেব্রুয়ারি-২০২৫) যথাযোগ্য মর্যাদা আর ভাবগাম্ভির্যের মধ্য দিয়ে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা (অর্ধনমিত) উত্তোলনের পর প্রভাতফেরী করে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক প্রকৌশলী প্রভাতফেরীতে অংশগ্রহণ করেন। পরে কেন্দ্রের মিলনায়তনে প্রকৌশলী সদস্যদের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, উপস্থিত রচনা প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম এবং কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ।

সভাপতির বক্তৃতায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, একুশ মানে মাথা নত না করা, একুশ মানে মন খুলে কথা বলা। কিন্তু গত ষোল বছরে মানুষ মনের

কথা বলতে পারেনি, নিদারুন কষ্টের মধ্যে মানুষ দিনাতিপাত করেছে বলে মন্তব্য করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি একুশ ফেব্রুয়ারির চেতনা ও জুলাই-২০২৪ এর প্রেরণা বুকে ধারণ করে গণতান্ত্রিক অধিকার ও আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে আত্মতৃপ্তিতে না থেকে গত ফ্যাসিবাদি সরকারের চক্রান্ত ও পাতানো ফাঁদে পা না দিয়ে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সজাগ থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. নুরুল আলম, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী শেখ মো. এহসানুল হক চৌধুরী, প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম ও প্রকৌশলী সুজিত কুমার নন্দী, সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী মো. বখতিয়ার হোসেন ও প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান এবং সিনিয়র প্রকৌশলী খালেদ চৌধুরী। কবিতা আবৃত্তি করেন কেন্দ্রের সিনিয়র সদস্য প্রকৌশলী নিখিল রঞ্জন দাশ ও প্রকৌশলী বিধান চন্দ্র দাস। সবশেষে চিত্রাংকন ও উপস্থিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার এবং প্রতিযোগিতায় সকল অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোরদের মাঝে উৎসাহ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

An Effective Model to Detect and Classify Brain Tumor using Artificial Intelligence শীর্ষক সেমিনার

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ বুধবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে 'An Effective Model to Detect and Classify Brain Tumor using Artificial Intelligence' বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এভারবেস্ট কনসোর্টিয়াম লি. এর পরিচালক এবং উইন্ডো ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশলী শায়লা সানজিদা। সেমিনারে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য এবং কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন ও প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ.এস.এম. নাসিরুদ্দীন চৌধুরী, পিইঞ্জ. বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে প্রকৌশলী শায়লা সানজিদা বলেন, মস্তিষ্কের টিউমার হল মস্তিষ্কের কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং এই ব্যাধিতে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশী। তিনি বলেন, যেহেতু ব্রেন টিউমারের বিভিন্ন রূপ রয়েছে, তাই টিউমারের ধরণ নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরী। যথা সময়ে মস্তিষ্কের টিউমারের ধরণ নির্ধারণ করা গেলে মৃত্যুর হার অনেক কমিয়ে আনা সম্ভব। প্রকৌশলী সানজিদা বলেন, টিউমারের ধরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার অত্যন্ত সময়োপযোগী। মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে প্রযুক্তি নির্ভর করে যন্ত্রের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এটি কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা অনুকৃত করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, এমআরআই বা পেট সিটি স্ক্যান করে সহজে মস্তিস্কে টিউমারে ক্যান্সার জীবানু আছে কিনা সনাক্ত করা যায় না। কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে শতভাগ নির্ভুলভাবে ক্যান্সার সনাক্ত করা যায়। তাই ব্রেন টিউমার চিকিৎসায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম সমসাময়িক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করায় মূল প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সেমিনার আয়োজন করে থাকে এবং বর্তমান কমিটির মেয়াদে আরো অধিক হারে সেমিনার আয়োজন করা হবে। তিনি প্রকৌশলীদের চাকুরী সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য জব ফেয়ার এবং দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী মো. ফরিদুল আলম, প্রকৌশলী মো. সাইদুল ইসলাম, প্রকৌশলী নাসরিন আক্তার, প্রকৌশলী মো. আনোয়ারুল

কবির, প্রকৌশলী মো. রেজাউল করিম, প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, প্রকৌশলী আবুল হোসাইন মো. জামিল খান অংশগ্রহণ করেন। কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. সাইদুল ইসলাম মূল প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, কাউন্সিল সদস্যগণ এবং প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৫ মার্চ, ২০২৫ শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের মিলনায়তনে রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা, মিলাদ ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি'র জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী জনাব আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, বিশেষ অতিথি এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এ্যাব), চট্টগ্রামের বিভাগীয় সভাপতি জনাব প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলম, দি ফোরাম অব ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (এফইএবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সহ-সভাপতি প্রকৌশলী মোমিনুল হক, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল করিম, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য-সচিব ও দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার চট্টগ্রামের আবাসিক সম্পাদক জনাব জাহিদুল করিম কচি, বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ, চট্টগ্রামের সদস্য-সচিব ডা. খুরশিদ জামিল চৌধুরী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসের চট্টগ্রাম ব্যুরো চীফ জনাব শাহ নেওয়াজ।

ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, স্বাগত বক্তব্য ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, নির্বাচিত সরকার ছাড়া গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা যাবে না জনগণ সমর্থিত সংসদ ও সরকার ব্যতিত সুষ্ঠু গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, দেশের জনগণ তাদের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে সংসদ ও সরকার গঠন করে যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন দেখতে চায়। একেকটি দিন অতিবাহিত হচ্ছে, গণতন্ত্রহীন দেশ হিসেবে। যেখানে জনগণের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। ইফতার মাহফিলে কোরআন তেলাওয়াত করেন কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সমাপনী বক্তব্য, মিলাদ মাহফিল ও রমজানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং দেশ জাতি, মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম। চট্টগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকগণ, কেন্দ্রের প্রাক্তন নির্বাহীবৃন্দ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও কাউন্সিল সদস্যগণসহ প্রায় দেড় হাজার প্রকৌশলী তাদের পরিবারসহ উপস্থিত ছিলেন।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণ

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৮ মার্চ, ২০২৫ মঙ্গলবার বিকাল ৪:০০টায় কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে কম্পিউটার সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম ও ইআরসির এক্সিকিউটিভস ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আবু জাফর।

সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম জানান, প্রকৌশলীদের পেশাগত

দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, অটোক্যাড, টু-ডি, থ্রি-ডি, ইটাবস, এমএস প্রজেক্ট, পিএলসিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৌশলীসহ অন্যান্য পেশাজীবীগণ অত্যন্ত স্বল্প ফিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি কর্মস্থলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীগণের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মোহাম্মাদ তাজুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. মোস্তফা ইকবাল, প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রকৌশলী মেজবাউল আলম, প্রকৌশলী মো. মেজবাহ উদ্দিন খালেদ, প্রকৌশলী মো. সাইফুর রহমান, প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মোহাম্মাদ রাশেদ আলম, প্রকৌশলী এইচ এম রফিকুন নবী, প্রকৌশলী মো. শহিদুল ইসলাম, প্রকৌশলী মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, প্রকৌশলী মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. অহিদুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. ইমরান আলী ও সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. বখতিয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। পরে ইফতার মাহফিলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ, ২০২৫খ্রি. বুধবার উদযাপন করা হয়। সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় স্বাধীনতার তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও সিনিয়র প্রকৌশলী রফিক আজাদ।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মতৃপ্তিতে না থেকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল চক্রান্ত এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ফ্যাসিবাদ মুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে জুলাই স্মৃতি বুকে ধারণ করে জনআকাঙ্ক্ষা পুরনে প্রকৌশলীদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করে চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের উপর মতাতম ব্যক্ত করেন।

প্রকৌশলী মো. মেজবাহ উদ্দিন খালেদ এর কোরআন তেলাওয়ের মাধ্যমে শুরু হয়ে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী এ.কে.এম. মামুনুল বাশরী, প্রকৌশলী মো. মোস্তফা ইকবাল, প্রকৌশলী কাজী আরশাদুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম, প্রকৌশলী মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. এমাদুল হক, প্রকৌশলী মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ও প্রকৌশলী সুজিত কুমার নন্দী, সিনিয়র প্রকৌশলী এম এ হান্নান ও প্রকৌশলী ইয়াহিয়া রিজভীসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত

সকল বিভেদ ও দুঃখ ভুলে জীর্ণতা ও কালিমা বিসর্জনের মাধ্যমে মানব কল্যাণ ও নবজীবনের প্রত্যয়ে সকল অশুভ শক্তিকে পরাভুত করে বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ, (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল, ২০২৫ সোমবার বাংলা

নববর্ষ–১৪৩২ বরণ উপলক্ষে কেন্দ্রের মিলনায়তনে দিনব্যাপী বর্ষবরণের বর্ণিল অনুষ্ঠনমালার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিল নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়, বৈশাখী খাদ্য ও পিঠামেলা, প্রকৌশলী, প্রকৌশলী গৃহিণী ও প্রকৌশলী পরিবারের সন্তানদের অংশগ্রহণে আলপনা আঁকা, বৈশাখী সাজ ও হাঁড়ি ভাঙ্গা প্রতিযোগিতা এবং মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন.প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম এবং সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী দেশীয় পোষাকে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত সকল প্রকৌশলী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাথে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সকাল ৯:০০ (নয়) টায় কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যানদ্বয়, সম্মানী সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, কাউন্সিল সদস্য, ইআরসির নির্বাহীবৃন্দ ও প্রকৌশলীদের সাথে নিয়ে বৈশাখী খাদ্য ও পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম সম্মানিত অতিথি ও এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এ্যাব) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সভাপতি প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলম ও চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্য-সচিব বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব জাহিদুল করিম কচি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও কেন্দ্রের প্রাক্তন নির্বাহীবৃন্দ, সরকারি বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রকৌশলীগণ পরিবারের সদস্যসহ প্রায় দুই হাজার অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান। বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকৌশলী পরিবারের সদস্যরা গ্রাম বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হরেক রকম স্বাদের স্বহস্তে তৈরী বিভিন্ন সাঁজ পিঠা, চিতই পিঠা, দুধ–চিতই, দই চিড়া, ভেল পুরি, পাটি সাপটা, নকশি পিঠা, পায়েস, ক্ষীর, পান্তা ভাত, বিভিন্ন ধরনের ভর্তা, দেশীয় মিষ্টি, চটপটি, ফুচকা, হাওয়াই মিঠা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন রকম সুস্বাদু খাবার নিয়ে স্টল স্থাপন করেন। বর্ষবরণ উপলক্ষে চিরন্তন বাঙালি সাজ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা বাংলার গুরত্ব বহনকারী মাতল, গামছা-লুঙ্গি, খড়ম পরিধান করে, বাঁশি ও একতারা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। আলপনা আঁকা প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীরা প্রাচীন কালের গ্রাম বাংলার হারানো অতীত স্মৃতিগুলো আলপনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে।

অনুষ্ঠানে প্রকৌশলী, প্রকৌশলী গৃহিণী ও সন্তানরা কবিতা আবৃত্তি এবং নববর্ষকে আবাহন করে স্বরলিপি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী লোকজ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও নববর্ষ বরণ উপলক্ষে আয়োজিত আলপনা আঁকা, চিরন্তন বাঙালি সাজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠ স্টলদাতাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে Mastering Leadership Excellence in Engineering Management শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি), চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ শনিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে ‘Mastering Leadership Excellence in Engineering Management’ বিষয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এল জে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এডুকেশন-ট্রাভেলার ডট কম এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকৌশলী মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম। সেমিনারে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম এবং প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ.এস.এম. নাসিরুদ্দীন চৌধুরী, পিইঞ্জ. বক্তব্য প্রদান করেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে প্রকৌশলী মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত দেশসমূহ বিশ্বকে হাতের মুঠোয় রেখেছে। আধুনিক বিশ্বে নিজস্ব অবস্থান সৃষ্টি করতে দেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম। তিনি প্রকৌশল ব্যবস্থাপনায় সৎ, নৈতিক,

দক্ষ ও ভিশনারী নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি প্রকৌশলী সমাজকে আত্মবিশ্বাস ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদান করে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট ও প্রযুক্তি অঙ্গনে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে নৈতিকতা ও দক্ষতা অর্জনে করণীয় বিষয়ে তত্ত্ব-উপাত্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

সভাপতির বক্তব্যে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, জাতীয় জীবনে সুশাসন ও সৎ নেতৃত্বে চরম সংকট চলছে। ফলে পুরো দেশবাসিকে খেসারত দিতে হচ্ছে। স্বাধীনতার পর সৎ ও গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অভাবে দেশ অনেক পিছিয়ে পড়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি সৎ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রদানের জন্য নিজেকে তৈরী করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি জুলাই-২০২৪ এর স্মৃতি ধারণ করে বৈষম্যহীন দুর্নীতি মুক্ত সমাজ বিনির্মাণে তরুণ ও যুবসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান সমসাময়িক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করায় মূল প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানান।

প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মহিউদ্দিন কাদের ও প্রকৌশলী আরিফুল ইসলামসহ উপস্থিত প্রকৌশলীরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী মো. বখতিয়ার হোসেন মূল প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ ও ক্রেস্ট উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন প্রকৌশলী কর্মকর্তাবৃন্দ, কাউন্সিল সদস্যগণ এবং প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' উদযাপন উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সংবাদ সম্মেলন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' উদযাপন উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে দুদিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম দিনে আজ দুপুরে কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম আইইবি'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা ও প্রকৌশলীদের দাবীসমূহ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন ও ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ.এস.এম. নাসিরুদ্দিন চৌধুরী পিইঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য-সচিব জনাব জাহিদুল করিম কচি, কেন্দ্রের সেন্ট্রাল কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মো. নুরুল আলম, প্রকৌশলী মো. দুলাল হোসেন, ইআরসির নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আবু জাফর, কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মেজবাহউদ্দীন খালেদ, প্রকৌশলী মো. শহিদুল ইসলাম ও সম্মানী সহকারী প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান এবং জিপিএইচ ইস্পাত এর এজিএম জনাব মো. নাজিম উদ্দিন রাসেল উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, গত ষোল বছর প্রকৌশলীরা একটি কর্তৃত্ববাদী সরকারের অধীনে কাজ করতে গিয়ে চরমভাবে নিস্পেষিত হয়েছেন। বিগত সময়ে আমরা দেখেছি এই প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে দলীয় রাজনীতির যাঁতাকলে পিষ্ঠ করা হয়েছে। রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় পেশীশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চলেছে নিয়োগ, পদোন্নতি এবং নির্বাচনে মনোনয়ন বাণিজ্য। শতশত যোগ্য ও মেধাবী প্রকৌশলীর পদোন্নতি এবং পদায়নকে বাধাগ্রস্থ করেছে ফ্যাসিবাদী শক্তির সহযোগীরা।

কেন্দ্রের চেয়ারম্যান বলেন, স্বৈরাচারের শাসনের আমলে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে ব্যাপক দুর্নীতি ও অর্থ পাচার করা হয়েছে। দলীয় চাপের মুখে প্রকৌশলীদের এধরনের অপকর্মের সাথে জড়িত হতে বাধ্য করা হয়েছে। বর্তমানে

মুক্ত পরিবেশে প্রকৌশলীরা সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। কিন্তু আত্মনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনয়ন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি প্রায় সকল প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানে অপ্রকৌশলীরা নেতৃত্ব প্রদান করছেন। ফলে, উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা ও সময়ক্ষেপন ঘটে। বিলম্বিত ও আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের কারণে দেশের মূল্যবান অর্থের অপচয় ঘটছে। এরফলে টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দেশের প্রাইভেট সেক্টরগুলোকে বিশেষজ্ঞ আনয়নের নামে বিদেশ নির্ভর করে তৈরী করা হয়েছে। অথচ এদেশে অনেক মেধাবী প্রকৌশলী রয়েছেন, যাঁদের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি। আইইবি'র বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরে তিনি বলেন, আইইবি'র মূল কাজ হচ্ছে প্রকৌশল পেশার মানোন্নয়ন, পেশাজীবীদের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে কাজ করা, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা, আন্তর্জাতিক কারিগরি সহায়তা সুযোগ সৃষ্টি করা এবং জাতীয় কারিগরি ইস্যুতে সরকারকে পরামর্শ দেয়া। এছাড়া দেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষ জনশক্তি তৈরী, প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদান ও প্রসার, প্রকৌশল ও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সমতুল্য এএমআইই ডিগ্রী প্রদান। আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্র সারা বছরব্যাপী বেকার যুবকদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিভিন্ন ট্রেডকোর্স প্রশিক্ষণ এবং এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও কর্মোপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

তিনি প্রকৌশলী সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে কিছু দাবী তুলে ধরেন। দাবীগুলোর মধ্যে রয়েছে– (১) প্রকৌশলী সংস্থাসমূহের শীর্ষ পদগুলোতে প্রকৌশলী পদায়ন করতে হবে। (২) প্রকৌশলীদের পদোন্নতি ও পদায়ন নিশ্চিতকরণ। (৩) বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থাসমূহকে বিসিএস ক্যাডারভুক্তকরণ। (৪) বেসরকারি প্রকৌশলীদের জন্য চাকুরী বিধি প্রণয়ন করতে হবে। (৫) বিভিন্ন প্রকল্পে প্রজেক্ট ডাইরেক্টর হিসেবে প্রকৌশলীদের নিয়োগ। (৬) বিশেষ সেবা আমদানীর নামে বিদেশী কারিগর ও প্রকৌশলীদেরকে বাংলাদেশে নিয়োগ বন্ধ করে দেশীয় মেধাবী প্রকৌশলীদেরকে নিয়োগ দেয়া।

উপস্থিত সাংবাদিকদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন, জনাব রুমেন চৌধুরী, জনাব মুনির হোসেন, জনাব ফারুক ভূইয়া, জনাব ইয়াজ উদ্দিন। সাংবাদিকগণ নগরীর জলাবদ্ধতা, খাল খননও দৈনন্দিন বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ বিষয়ে কেন্দ্রের নির্বাহীদের নিকট জানতে চান। তিনি দুদিনব্যাপী ইঞ্জিনিয়ার্স ডে কর্মসূচি তুলে ধরেন। এসব কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে স্পন্সর হিসেবে সহযোগিতা করার জন্য জিপিএইচ ইস্পাত ও বিএসআরএম এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে– সকালে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন, শপথ বাক্য পাঠ ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি এবং সন্ধ্যায় জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আহতদের সহায়তা, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া-২০২৫ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, প্রকৌশল পেশা ও সমাজ সেবায় কৃতিত্ব রাখায় প্রকৌশলীদের বিশেষ সম্মাননা, ভিডিও প্রেজেন্টেশন, স্মৃতিচারণ এবং নৈশভোজ, সঙ্গীতানুষ্ঠান ও র‍্যাফল ড্র।

৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী 'ইঞ্জিনিয়ার্স ডে' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে ০৭ মে, ২০২৫ খ্রি. সকালে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন, র‍্যালি এবং বিকালে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ এর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, প্রকৌশল পেশা ও সমাজসেবায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ১৫ জন প্রকৌশলীকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান, স্মৃতিচারণ, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং র‍্যাফল ড্র এর আয়োজন করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ার্স ডে উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম সভাপতিত্ব করেন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম, চুয়েটের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক প্রকৌশলী মোজাম্মেল হক, এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সভাপতি প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলম, দি ফোরাম অব ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সহ-সভাপতি প্রকৌশলী মোমিনুল হক, বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সদস্য-সচিব ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) এর মহাসচিব জনাব কাদের গণি চৌধুরী, ড্যাব চট্টগ্রামের চেয়ারম্যান ডা. খুরশিদ

জামিল চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্য-সচিব ও সিডিএর বোর্ড মেম্বার জনাব জাহেদুল করিম কচি, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব মো. শাহনেওয়াজ। কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একা. এন্ড এইচআরডি) প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন. প্রফেশ. এন্ড এসডব্লিউ) প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে ক্রেস্ট ও পুস্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, দেশের সকল জনশক্তিকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বিশ্বের প্রযুক্তি নির্ভর দেশসমূহের কাতারে বাংলাদেশকে উন্নীত করার জন্য প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জলাবদ্ধতা নিরসন করে চট্টগ্রামকে আধুনিক ও উন্নতমানের নগরীতে পরিণত করার ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেন। মেয়র বলেন, চট্টগ্রামকে দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভাবনাময় পর্যটন নগরী এবং হেলদি, গ্রীন ও নিরাপদ নগরী হিসেবে তৈরী করার জন্য তিনি নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের সহযোগিতা কামনা করেন। কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলম বলেন, বাংলাদেশকে আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রকৌশলী নেতৃত্ব অপরিহার্য। এজন্য বিদেশী প্রকৌশলীদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশের মেধাবী প্রকৌশলীদের কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।

তিনি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের প্রকৌশলী সমাজকে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং প্রকৌশলীদের গুণগতমান বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এর আগে আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সকালে কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন এবং পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এরপর ঘোড়ার গাড়ি, ব্যান্ডপার্টি ও বিভিন্ন দাবী সম্বলিত প্লেকার্ড নিয়ে নগরীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি লালখান বাজার মোড থেকে শহীদ সাইফুদ্দিন খালেদ সড়ক দিয়ে কাজির দেউড়ী মোড হয়ে পুনরায় কেন্দ্রে ফিরে আসে। এই উপলক্ষে কেন্দ্রর ভবন নানা রংয়ের পতাকা ও আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। রাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্য প্রকৌশলী মেজবাহ উদ্দিন খালেদ। এরপর ইঞ্জিনিয়ার্স রিক্রিয়েশন সেন্টারের নির্বাহী ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. আবু জাফর এর সঞ্চালনায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ১০টি গ্রুপে ৩৯টি ইভেন্টে ১৯৫ জন বিজয়ীকে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। আইইবি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকৌশল পেশা ও সমাজসেবায় কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় সিডিএর চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম, চুয়েটের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোজাম্মেল হক, এ্যাব চট্টগ্রামের সভাপতি প্রকৌশলী সেলিম মো. জানে আলম, এপিকের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এস এম লোকমান কবির, এফইএবি এর সহ-সভাপতি প্রকৌশলী মোমিনুল হক, ইস্টার্ন রিফাইনারীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. শরিফ হাসনাত, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. সালাহ উদ্দিন, পিডিবি'র প্রধান প্রকৌশলী, প্রকৌশলী গোলাম হায়দার ও প্রকৌশলী মো. কামাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ রেলওয়ে পূর্ব এর প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানী লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী রায়হান আহমেদ, আল ইত্তেফাক টেক্সটাইলের নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মঈনুল ইসলাম খোকা ও সিপিডিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী ইফতেখার হোসেনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এছাড়া আইইবি, চট্টগ্রাম কেন্দ্রের কর্মকাণ্ডে বিশেষ অবদান রাখার জন্য উইন্ডো ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং এভারেস্ট কনসোর্টিয়াম লি. এর পরিচালক প্রকৌশলী শায়লা সানজিদা এবং এল জে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড এডুকেশন-ট্রাভেলার ডট কম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ফাউন্ডার প্রকৌশলী মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম'কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সিনিয়র প্রকৌশলী ও কেন্দ্রের প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এ.এস.এম. নাসিরুদ্দীন চৌধুরী, পিইঞ্জ. আইইবি'র প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন নিয়ে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে দেবাশীষ চৌধুরী ও রাহিয়াতুন জান্নাত সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং র‍্যাফল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

কুমিল্লা কেন্দ্র

আইইবি'র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)-এর মায়ের স্মরণে কুমিল্লা কেন্দ্রের দোয়া মাহফিল আয়োজন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)-এর

মাতা'র বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের উদ্যোগে ৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. বাদ এশা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উক্ত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. সায়েদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. সাইফুল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আশরাফ জামিল, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

'Fire Protection Engineering and Reinforced Concrete Buildings Seismic Detailing as per BNBC 2020' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কুমিল্লা কেন্দ্রের উদ্যোগে 'Fire Protection Engineering and Reinforced Concrete Buildings Seismic Detailing as per BNBC 2020' শীর্ষক সেমিনার ২৮ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০ টায় আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

মো. সাব্বির মোস্তফা খান, সম্মানী সাধারণ সম্পাদক, আইইবি। বিশেষ অতিথি ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুস সালাম খান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আইইবি দুবাই ওভারসীস চ্যাপ্টার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন, অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী এস. রেজা চৌধুরী, টেজারার, এইউএসটি এবং অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী তানভীর মঞ্জুর, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট। সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, কুমিল্লা কেন্দ্র আইইবি। উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. সায়েদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. সাইফুল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আশরাফ জামিল, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ড এসডব্লিউ), আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উদযাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উপলক্ষে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) এর কুমিল্লা কেন্দ্র র‍্যালি নিয়ে শহীদ মিনারের দিকে যাত্রা করেন।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, চেয়ারম্যান, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. সায়েদুর রহমান, সম্মানী সম্পাদক, আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্র, প্রকৌশলী মো. সাইফুল আলম, ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও এইচআরডি), প্রকৌশলী মো. আশরাফ জামিল, ভাইস-চেয়ারম্যান (এডমিন পিএন্ডএসডব্লিউ), আইইবি কুমিল্লা কেন্দ্রের লোকাল কাউন্সিল মেম্বার সহ বিভিন্ন প্রকৌশল সংস্থার প্রকৌশলীবৃন্দ।

রংপুর কেন্দ্র

আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে)

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) রংপুর কেন্দ্রের উদ্যোগে আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-২০২৫ উপলক্ষে রংপুরে কেন্দ্রে নানা কর্মসূচী পালন করা হয়।

০৭ মে ২০২৫ খ্রি. সকাল ৯.০০ টায় আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের নিজস্ব ভবনে জাতীয় পতাকা ও আইইবি'র পতাকা উত্তোলন করার মাধ্যমে দিনটির কার্যক্রম শুরু হয়। সকাল ১০.০০ টায় আইইবি, কেন্দ্রের চেয়ারম্যান ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, রংপুর এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. সুরুজ মিয়া'র সভাপতিত্বে আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রঙ্গণে র‍্যালি, শপথ বাক্য পাঠ, কেক কাটা, গ্যাস বেলুন ও পায়ড়া উড়ানো হয়। তিন দিন ব্যাপী ভবনে আলোকসজ্জা এবং ৭ মে ২০২৫ খ্রি. সন্ধ্যা ৭.০০ টায় আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সভাকক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক ও গণপূর্ত বিভাগ, রংপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাকিউল আলমসহ অন্যান্য প্রকৌশলীবৃন্দ।

আরো উপস্থিত ছিলেন, অত্র কেন্দ্রের ভাইস-চেয়ারম্যান (একাডেমিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের প্রধান প্রকৌশলী মো. মাহবুবর রহমান, ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রশাসন পেশা ও সমাজ কল্যাণ) ও রংপুর নেসকো প্রধান প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম মন্ডল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. শরিফুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজার রহমান ভূইয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু সাঈদ সরকার, প্রকৌশলী মো. আবুল মতিন, প্রকৌশলী মো. আসিফ শাহরিয়ার, প্রকৌশলী মো. গোলাম হোসেন, প্রকৌশলী মো. নুর মোহাম্মদ, সহকারী প্রকৌশলী মো. রোকোনুজ্জামান, মো. রেদওয়ান, মো. আসাদুল্লাহ সরকার, সড়ক ও জনপথ বিভাগর রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আব্দুর রহীম, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, প্রকৌশলী মো. সাজেদুর রহমান, প্রকৌশলী ইহতেশাম, এলজিইডি রংপুরের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মো. আখরুজ্জামান, সহকারী প্রকৌশলী জয়া সান্যাল, সহকারী প্রকৌশলী মো. নাফিউর রহমান, প্রকৌশলী মো. মোহাইমিনুল ইসলাম মহান, প্রকৌশলী নাসিফ রাব্বি, গণপূর্ত জোন রংপুরের, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী নাছিম উদ্দীন, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জিয়াউল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. সুলতান মাহমুদ, সহকারী প্রকৌশলী মো. আরেফিন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব, প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মো. আশরাফুল আলম, সহকারী প্রকৌশলী মো. মুন্না হক, বিএডিসি, রংপুরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এস.এম শহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, বিএমডিএ, রংপুরের, নির্বাহী প্রকৌশলী এ.কে.এম মশিউর রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর এর নির্বাহী প্রকৌশলী পঙ্কজ কুমার সাহা, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর, সহকারী প্রকৌশলী মো. শোয়েব সারোয়ার হাবিব, বাংলাদেশ বেতার, রংপুরের আঞ্চলিক প্রকৌশলী মো. জাইফুল ইসলাম, অবসর প্রাপ্ত প্রকৌশলী মো. মাহবুব উল আলম, প্রকৌশলী মো. মোছাব্বেরুল ইসলাম, প্রকৌশলী মো. উমর ফারুক, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. আল আমিন, প্রকৌশলী মো. সিদ্দিকুর রহমান প্রকৌশলী মো. ফারুক আজম, প্রকৌশলী মো. নাজমুল হক, প্রকৌশলী মো. বদিউজ্জামান প্রমুখসহ আইইবি, রংপুর কেন্দ্রের প্রকৌশলীবৃন্দ।

যশোর কেন্দ্র

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের স্মরণে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

(আইইবি) যশোর কেন্দ্র ২৬ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকাল ৯.২৫ মিনিটে আইইবি কেন্দ্র চত্বরে জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল এবং সকাল ১০.০০ টায় যশোর মনিহারের অদুরে বীর শহীদদের প্রতি বিজয়স্তম্ভে ফুল দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন আইইবি যশোর কেন্দ্রের চেয়ারম্যান, প্রকৌশলী মো. শহীদুল আলম। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল প্রমুখ।

১৪৩২ বর্ষবরণ উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার, ১লা বৈশাখ ১৪৩২ উদযাপন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শহীদুল আলম, এফ/৬৪৯০। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী অমূল্য কুমার সরকার ও তাদের পরিবার, প্রকৌশলী জিএম মাহমুদ প্রধান ও তাদের পরিবার, প্রকৌশলী সাকিব আদলান দীপ্ত, প্রকৌশলী মো. নূরুল ইসলাম, ড. প্রকৌশলী এ.এস.এম মুজাহিদুল হক, প্রাক্তন সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, যশোর কেন্দ্র, প্রকৌশলী মোহাম্মদ রাসেক খান, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, আইইবি, যশোর কেন্দ্র, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী নাসির উদ্দিন ও তাদের পরিবার, প্রকৌশলী বেঞ্জুর রহামন, সাবেক সম্মানী সম্পাদক, আইইবি, যশোর কেন্দ্র ও তাদের পরিবার, প্রকৌশলী মো. সোহেল রানা ও তাদের পরিবারসহ প্রমুখ। কেন্দ্রের সকল প্রকৌশলী ও প্রকৌশলী ভাবী এবং তাদের সন্তানদের সরব উপস্থিতি অনুষ্ঠানটির প্রাণ ফিরে পায়। তাদের সকলকে পান্তা ভাত, মাছ ভাজি, বেগুন ভাজি, আলু ভর্তা, ডাল ভর্তা, শুকনা মরিচ ভাজা, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের মাঝে আনন্দ দেখা যায়। আইইবি, যশোর কেন্দ্রে এমন অনুষ্ঠান যাতে আরো হয়, সে জন্য সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী "ইঞ্জিনিয়ার্স ডে" উদযাপন

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ৭ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, বুধবার, আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (ইঞ্জিনিয়ার্স ডে) যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। উপস্থিত সকল প্রকৌশলীর মাঝে আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী লেখা গেঞ্জি ও টুপি বিতরণ করা হয়। সকাল ৯.০০ টায় জাতীয় পতাকা ও আইইবি পতাকা উত্তোলন, সকাল ৯.১৫ মিনিটে প্রকৌশলীদের সম্মিলত অংশগ্রহণে শপথ গ্রহণ এবং সকাল ৯.২০ মিনিটে প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালি করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. শহীদুল আলম, এফ/৬৪৯০। আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী অমূল্য কুমার সরকার, প্রকৌশলী এস.এম শরীফ হাসান, প্রকৌশলী মো. খায়রুল আলম, প্রকৌশলী মো. নাসির উদ্দিন, প্রকৌশলী মো. কবির হোসেন, প্রকৌশলী মো. নূর ইসলাম, প্রকৌশলী খন্দকার আবু হাসান সোহেল, প্রকৌশলী গোলাম কিবরিয়া, প্রকৌশলী মো. আউয়াল-উর-রহমান, প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান প্রমুখ।

আইইবি'র ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কিছু আলোকচিত্র

Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB)

IEB HQ, Ramna, Dhaka-1000.

Tel: 880-2-223354144

E-mail: info@esc-bd.org, escb@esc-bd.org; web: www.esc-bd.org (for more detail)

Training on Engineering, Technology and Management Related Subjects

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Training Course on Subsoil Investigation	15
2	Introduction to Building Construction Regulations and Bangladesh National Building Code (BNBC)	15
3	Training Course on Managing Project using Microsoft Project 2016	21
4	Training course on Operation, Maintenance & Trouble Shooting of Electrical Machines	15
5	Training Course on Electrical Services for Buildings and Industries	12
6	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Buildings & Foundation and Slab using ETABS and SAFE software together	36
7	Training Course on Fire Fighting System (FFS), Fire Detection System (FDS) & Fire Safety Assessment (FSA)	12
8	Training Course on Fire Safety in Building	9
9	Training Course on Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) Systems	24
10	Industrial Instrumentation and Control Engineering	24
11	Training Course on IoT & Embedded System	30
12	Occupational Safety, Health & Environment Management (OHEM)	18
13	Pile Foundation : Design and Construction	15
14	Training Course on Programming of PLC for Industrial Automation, Maintenance and Troubleshooting of PLC System	50
15	Training Course on Plumbing Technology	12
16	Managing Projects Using PRIMAVERA P6 (Latest Version)	24
17	Training Course on Advanced PLC Course (Siemens S7 – 300 PLC)	24
18	Training Course on Computer Aided Analysis and Design of Civil Engineering Structures using STAAD.Pro Software	30
19	Training Course onCaptive Power Generation	15
20	Training Course on Seismic Design and Construction of RC Structures (Design and Construction of Earthquake Resistant Structures)	12
21	Training Course on Rajuk Imarat Nirman Bidhimala and FAR Calculation	9
22	FIDIC Training on Construction and Design-build (WB, ADB & JICA editions) and EPCT Contract	12

Training on Computer and IT Related Subjects

Sl No.	Course Title	Hours/Batch
1	Hardware Maintenance &Network Essentials (Module-I)	60
2	Networking & Windows 2008 Server (Module-II)	60
3	Redhat Certification and Linux (Friday) (Module-III)	80
4	Computer Fundamentals (Evening)	48
5	Tekly Software for Civil Engineers	40
6	AutoCAD (2D) & (3D)	40+24
7	3D Studio MAX + Photoshop	70
8	RDBMS Programming with Oracle (Friday)	70
9	Photoshop+Illustrator	36
10	REVID Architecture	63
11	Computer Ethical Haking	40
12	Forensic Investgation of Computer Hacking	50
13	Geographic Information System (GIS)	48
14	Website Design and Development (Module-A)	60

"Indeed, we belong to Allah, and indeed, to Him we shall return"
Qur'an (2:156)

"In Gracious Memory of a Visionary Engineer and National Leader"

With profound sorrow and heartfelt respect, we mourn the passing of

ENGR. SHAH MUHAMMAD AL-HUSAINY, F/281

A distinguished Engineer, Visionary Leader and Exemplary Public Servant.

Engr. Al-Husainy, passed away on May 28, 2025, at the age of 95 (Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun). He peacefully departed while undergoing treatment at the National Heart Foundation Hospital & Research Institute in Mirpur, Dhaka. Throughout his life, he made outstanding contributions to the engineering community and to the nation through various pivotal roles:

- Former President, The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB).
- Former Chairman, Dhaka Centre, IEB (Multiple Terms).
- Former Central Council Member, IEB (Multiple Terms).
- Former Chairman, Bangladesh Public Service Commission (BPSC).
- Former Secretary to the Government in several ministries, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- Former Member, Bangladesh Planning Commission.
- Former General Manager, Water and Power Development Authority (WAPDA).
- Former Chairman, Governing Council, Independent University, Bangladesh (IUB).
- Former Chairman, Board of Trustees, Chittagong Independent University (CIU)
- Former Vice-President, National Heart Foundation Hospital & Research Institute, Dhaka.
- Former Chairman, Micro Industries Development Assistance and Services (MIDAS).
- Former Chairman, Swanirvar Bangladesh.
- Former Director, Micro Industries Finance Ltd.
- Former Chairman, Bangladesh Chapter, Society for International Development (SID).
- Former Member, Executive Committee, Dhaka Ahsania Mission.
- Former Fellow, Centre for Policy Dialogue (CPD).

His enduring commitment to engineering excellence and public service will be remembered with deep admiration and gratitude.

The IEB community, including the members of the Executive Committee and Central Council, expresses its deepest condolences to the bereaved family and prays for the eternal peace of his departed soul.

রেজি নং-ডিএ-১৯২৭, ৫০ তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. - মে ২০২৫ খ্রি.

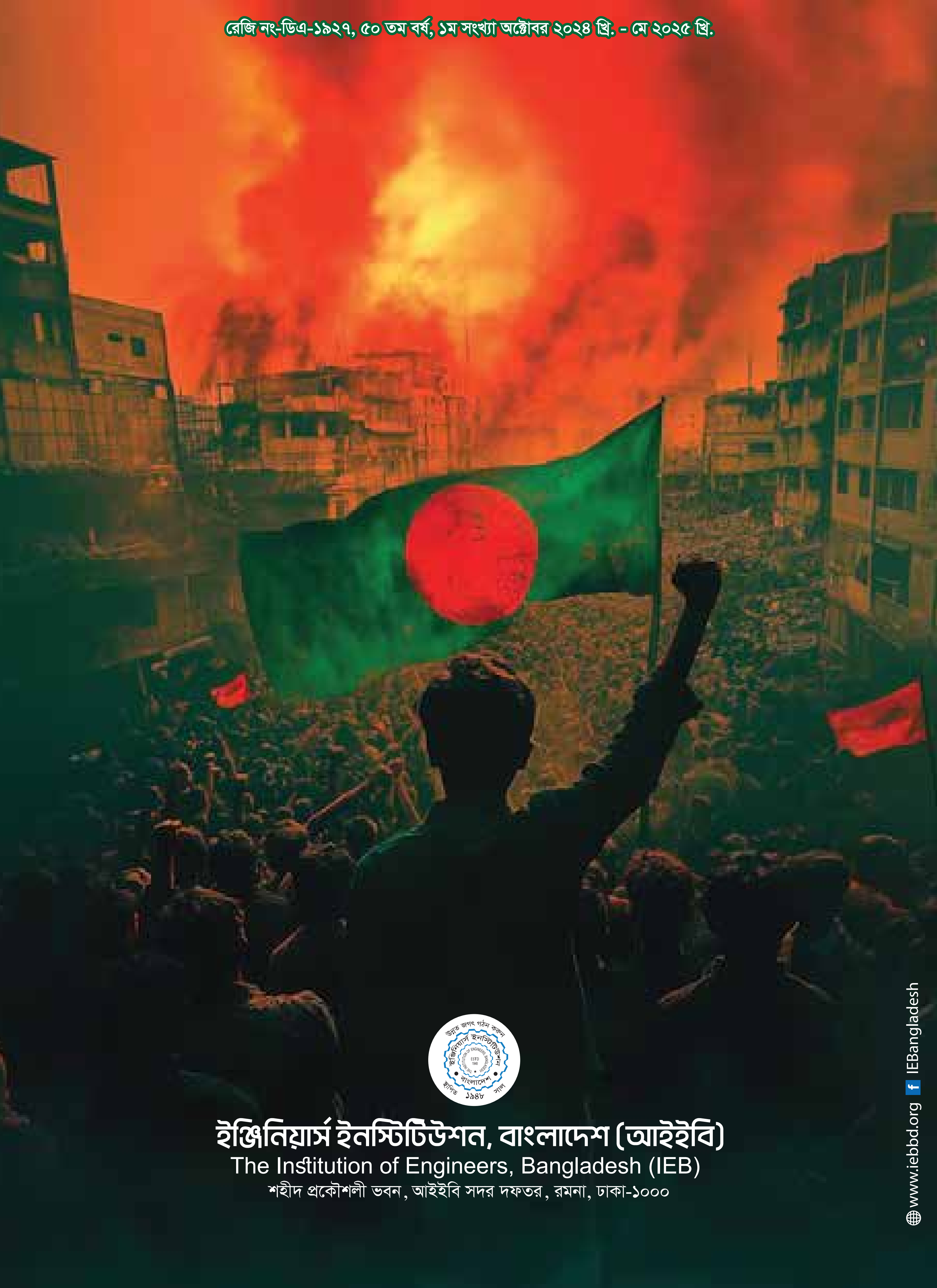

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)
The Institution of Engineers, Bangladesh (IEB)
শহীদ প্রকৌশলী ভবন, আইইবি সদর দফতর, রমনা, ঢাকা-১০০০

www.iebbd.org IEBangladesh